অনেকক্ষণ ধরে বলতে থাকে।
দুজন মাত্র মানুষ। একজন বুড়ো থুরথুরে, বিছানায়। আরেকজন বাইশ তেইশ বছরের যুবতী। [illegible]িয়েছে। মিনু জেগে থাকলে সারাটাক্ষণ মানুষের প্রাণ চাঞ্চল্যে।

উ প ন্যা স

AMARBOI.COM

পরিস্থান

ইমদাদুল হক মিলন

এই বুড়ি।

উঁ।

তুমি কি ঘুমাইয়া পড়ছো?

না।

তয় চোখ বুইজা রইছো ক্যান ?

মিনু চোখ খুললেন, ফোকলা মুখে হাসলেন। ইচ্ছা কইরাই চোখ বুইজা থাকি।

আলো মুখ ঝাঁমটালো। ক্যান ? ইচ্ছা কইরা চোখ বুইজা থাকো ক্যান ?

চোখ খোলা রাখলে যা বন্ধ রাখলেও তাই।

তোমার এইসব কথার আমি অর্থ বুঝি না।

বুঝাইয়া কমু ?

কও।

চোখ খোলা রাখলে সবকিছু আবছা আবছা দেখি, বন্ধ রাখলে দেখি সবকিছু ফকফকা। পরিষ্কার।

বিছনার পাশে যে তোমার চশমা, চশমা পরো না ক্যান ?

এখন পরুম।

ক্যান ?

তোর মুখ দেখনের জন্য।

অলংকরণ : মাসুম রহমান

আমার মুখ দেইখা তোমার লাভ কী ?

তোর মুখ দেখতে আমার ভাল্লাগে।

এত আল্লাদের কথা কইয়ো না।

এইটা আল্লাদ না।

তয় ?

সত্যকথা।

বেডসাইট টেবিল থেকে চশমাটা হাতড়ে হাতড়ে নিলেন মিনু, চোখে পরলেন। মুখে হাসি। এখন তোর মুখটা পরিষ্কার দেখতে পাইতাছি।

আলো হাসল। কেমুন দেখতাছো আমার মুখ ? সোন্দর না বান্দর ?

সোন্দর।

চালাকি কইরো না।

কিসের চালাকি ?

বান্দর কইলে আমি চেততে পারি এর লেইগা সোন্দর কইলা ?

নারে, তর মুখটা বহুত সোন্দর। গায়ের রংটা একটু কালা...

আলো কঠিন গলায় বলল, এই বুড়ি, খবরদার, কালা কইবা না।

ভুল হইয়া গেছে। কালা না, তুই হইলি শ্যামলা। তয় কালাও খারাপ না।

কেমুন ?

যে হইল কালো সে হইল জগতের আলো।

ইস আমার নাম লইয়া আবার ছড়া বানছে! ছড়ামড়ার কাম নাই। অহন হা করো, স্যুপ খাও।

আলোর হাতে স্যুপের বাটি, চামচ। সে মিনুর বুক বরাবর তার বিছানায় বসল। সে মিনুর রুমে ঢুকেছিল ট্রেতে স্যুপের বাটি চামচ ন্যাপকিন এসব নিয়ে। কিচেন থেকে চামচ দিয়ে অবিরাম নড়াচড়া করে স্যুপটা ঠান্ডা করে এনেছে। এই রুমে ঢুকে ট্রে রেখেছে বেডসাইট টেবিলে। ট্রেতে ন্যাপকিন ছিল। ন্যাপকিন মিনুর গলার কাছটায় শিশুকে খাওয়াবার সময় মা যেভাবে ন্যাপকিন বিছিয়ে দেয় গলায় বুকে সেইভাবে বিছিয়ে দিয়েছে। কথার ফাঁকে ফাঁকে কখন এই কাজগুলো করেছে আলো, মিনু কিংবা আলো কেউ তা বুঝতেই পারেনি।

এখন স্যুপ খাওয়ার কথা শুনে মিনু মুখ বিকৃত করল। তার অর্থ হইল আমার এখন উইঠা বসতে হইব।

তাতো হইবই।

ইস, এই এক যন্ত্রণা।

কিসের যন্ত্রণা ?

উইঠা বসনের।

নিজে নিজে উঠতে পারবা, না ধইরা উঠামু ?

মিনু ফোকলা মুখে হাসলেন। আমি যে নিজে নিজে উঠতে পারি না...

সেইটা আমি খুব ভালো কইরাই জানি।

তার অর্থ কী হইল ?

অর্থ হইল তোমারে এখন ধইরা উঠাইতে হইব।

হ।

তারপর খাওয়াইয়া দিতে হইব।

হ। তয়...

তয় ?

এখন আর খাওয়ার কোনও...

বুজলাম তো, তুমি কইবা, খাওয়ার কোনও দরকার আছিল না।

হ।

ক্যান, দরকার নাই ক্যান ?

ঘন্টাখানেক আগে নাশতা খাইলাম।

তাতে কী হইছে ?

সেই খাবার এখনও পুরাপুরি হজম হয় নাই।

না হইলেও খাইতে হইব।

ক্যান ?

এই টাইমে স্যুপ খাইতে হইব, এইটা ডাক্তারের অর্ডার। উঠো, উঠো।

মিনু আবার হাসলেন। স্যুপের বাটি চামচ এইসব হাতে নিয়া তুই আমারে তুলবি কেমনে ?

ও তাই তো!

আলো মিষ্টি করে হাসল। ভুইলা গেছিলাম।

স্যুপের বাটি আর চামচ ট্রেতে রেখে মিনুকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল আলো। অতিযত্নে তুলে বসালো। পিঠের দিকে এবং শরীরের দুপাশে কয়েকটা বালিশ দিয়ে দিল, যাতে কোনওদিকে কাৎ হয়ে না পড়ে যায়।

তবে উঠতে উঠতে মিনু বললেন, ডাক্তাররা খালি খরচা বাড়ায়।

কী খরচা ?

এই করতে হইব, ওই করতে হইব।

করলে অসুবিধা কী ?

যেইটা করবি ওইটাতেই পয়সা খরচা।

বুজলাম।

এই ধর স্যুপ। স্যুপ না খাইলে কী হয় ?

শরীলের শক্তি কইমা যায়।

না যায় না।

কেমনে বুজলা ?

আমি তো ভালোই আছি। আমার তো কোনও অসুবিধা নাই।

চোখ পাকিয়ে মারমুখো ভঙ্গিতে মিনুর দিকে তাকালো আলো। এই কিপটা বুড়ি, তোমার কি টাকা পয়সার অভাব আছে ?

না মানে...

মানে আবার কী! এতবড় একটা বাড়ির মালিক, এতগুলি ফ্ল্যাটের ভাড়া পাও।

কথা ঠিক।

কেউরে একটা পয়সা দিতে হয় না তোমার। মাসে মাসে ফ্ল্যাট ভাড়ার টাকা জমে ব্যাংকে।

মিনু হাসলো। আমি কি এইসব অস্বীকার করছি ?

না করো নাই।

তয় ?

আমার প্রশ্ন হইল...

আমার এতটাকা খাইবো কে ?

ঠিক।

খাওনের লোক নাই দেইখা তুই আমারে বেশি বেশি খাওয়াইয়া সব টাকা পয়সা শেষ করবি ?

আলো স্যুপের বাটি হাতে নিল, মিনুর সামনে দাঁড়িয়ে এক চামচ স্যুপ তুলে দিল তাঁর মুখে। তার স্বভাব অনুযায়ী, মুখ ঝামটে বলল, এত প্যাঁচাইল পাইরো না। খাও এখন।

মুখের স্যুপ গিলে মিনু বলল, খাইতাছি তো। ধমকাছ ক্যান ?

ধমকাই না।

তয় ?

কইতে চাই, যতদিন বাঁইচা আছো ভালোমন্দ খাইয়া মইরা যাও। কাহিনী শেষ।

আবার মিনুর মুখে একচামচ স্যুপ দিল আলো।

মিনু মায়াবী মুখ করে আলোর দিকে তাকালেন। মোটা কাচের চশমার ভিতর থেকে আলোর মিষ্টি মুখটার দিকে তাকালেন। আমি মরলেও কাহিনী শেষ হইব না।

ক্যান ?

আমি মরলে থাকবি কার কাছে ?

তোর কী হইব ?

আমারে লইয়া চিন্তা করনের কাম নাই।

তয় কারে লইয়া চিন্তা করুম আমি ?

AMARBOI.COM

ফোন হাতে নিয়ে বাটন টিপলেন মিনু। ফোন কানে ধরে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করলেন। ওপাশে ফোন ধরল রবি। মিনু হ্যালো করার আগেই বলল, কেমন আছো খালা ? মিনু বললেন, ভালোই আছি। আলো কি আর আমারে খারাপ থাকতে দেয় ?

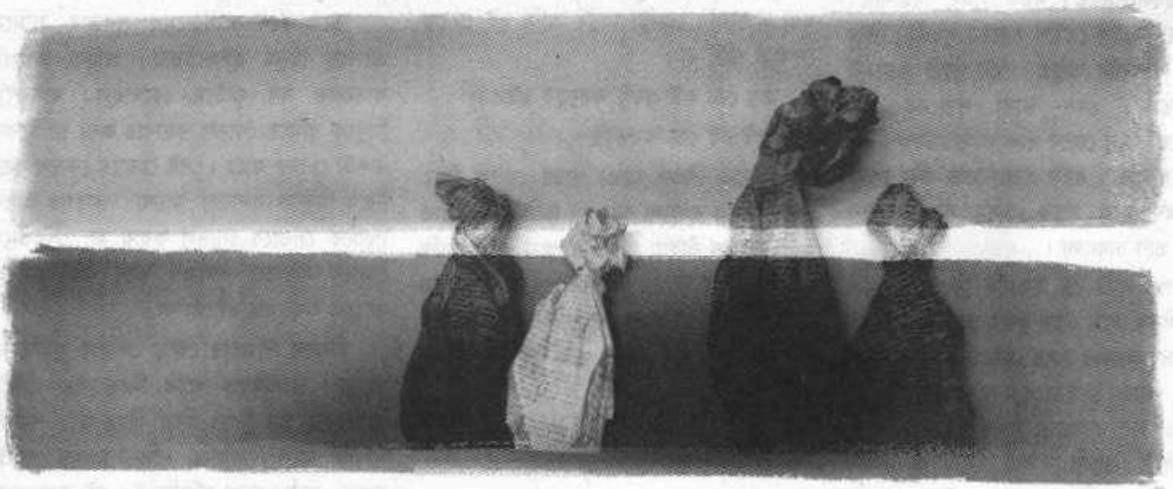

সেইটা আমি জানি না।

আলো আরেক চামচ স্যুপ তুলে দিল মিনুর মুখে।

মিনু বলল, কত খাওয়াছ ? আমি তো আর খাইতে পারতাছি না।

আর দুই চামচ।

ইস, আমার মনে হয় তুই আমারে খাওয়াইতে খাওয়াইতেই মাইরা ফালাবি।

হ আমি তোমারে মাইরাই ফালাইতে চাই।

স্যুপ শেষ করে মিনু বললেন, আমার ফোনটা দে।

মিনুর মোবাইলটা থাকে সাইট টেবিলে। ফোন হাতে নিয়ে আলো বলল, কারে ফোন করবা ?

সেইটা তোরে বলুম না।

আলো ঠোঁট বাঁকালো। না বললে না বললা!

ফোন হাতে নিয়ে বাটন টিপলেন মিনু। ফোন কানে ধরে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করলেন। ওপাশে ফোন ধরল রবি। মিনু হ্যালো করার আগেই বলল, কেমন আছো খালা ?

মিনু বললেন, ভালোই আছি। আলো কি আর আমারে খারাপ থাকতে দেয় ?

তা জানি।

তুই কেমন আছস বাবা ?

ভালো আছি খালা। খুব ভালো আছি।

তোরে অনেকদিন ধইরা দেখি না।

আমিও তোমাকে অনেকদিন দেখি না খালা। এত ব্যস্ত থাকি।

কী এত ব্যস্ততা তোর ?

উকিলদের ব্যস্ততা অনেক।

তাবলেও তো খালার খবর নিতে হয় ?

অবশ্যই অবশ্যই। আমি তো জানি তুমি ভালো আছো।

কেমনে জানছ ?

ওই যে আলো আছে।

তা ঠিক। দুই একদিনের মধ্যে একবার আসবি বাবা ?

অবশ্যই আসবো, অবশ্যই।

একমুহূর্ত থেমে বলল, দুয়েক দিনের মধ্যে না, আজই সন্ধ্যার দিকে আসবো। মানে কোর্ট থেকে বেরিয়ে আর বাসায় যাবো না, তোমার ওখানে চলে আসবো।

ঠিক তো ?

একদম ঠিক। একদম।

আচ্ছা বাবা। আয়, আয়।

মিনু ফোন অফ করলেন।

আলো ততোক্ষণে ট্রেতে সব গোছগাছ করেছে। মিনু ফোন রাখতেই বলল, এত বাবা বাবা করলা কারে ?

মিনু হাসলেন। তুই জানচ না কারে আমি বাবা কই ?

আলো মুখ ঝামটালো। না জানি না।

তয় নামটা কই ?

কও।

রবি। রবিউল।

বুজলাম।

বুঝলে তো হইব না।

তয় কী করতে হইব ?

আমার জানতে হইব।

কী জানতে হইব ?

তুই খুশি হইছস কি না!

আমার খুশি হওনেরও কিছু নাই, ব্যাজার হওনেরও কিছু নাই।

ক্যান ?

সে তো আমার জামাই না যে সে আসবো শুনলেই আমি পুলকিত হবো।

আমি তোর মন বুঝি।

আমার মনের কী বোঝো তুমি ?

কমু না।

AMARBOI.COM

দুজন মানুষ মুখোমুখি হলেই, কাছাকাছি হলেই শিশুর মতো এক কথাই ভেঙে ভেঙে অনেকক্ষণ ধরে বলতে থাকে। শিশুর মতো খুনসুটি করে, মান অভিমান, ঝগড়াঝাটি, আনন্দ করে। এতবড় একটা ফ্ল্যাটে দুজন মাত্র মানুষ। একজন বুড়ো থুরথুরে, হাঁটাচলা করতে পারেন না। চলাফেরা যেটুকু করেন সেটা করেন হুইলচেয়ারে। বাকি সময় বিছানায়। আরেকজন বাইশ তেইশ বছরের যুবতী। কিন্তু দুজনের সম্পর্কটা অদ্ভুত। যেন তারা দুজনেই এক বয়সী। যেন তারা দুজনেই সই পাতিয়েছে। মিনু জেগে থাকলে সারাটাক্ষণ শুধু কথা আর কথা। হাসি মজা, কত কী! ফ্ল্যাট যেন মুখর হয়ে থাকে অসম বয়সী দুজন মানুষের প্রাণ চাঞ্চল্যে।

স্যুপের বাটি ট্রে ইত্যাদি কিচেনে রেখে আবার মিনুর রুমে এসে ঢুকল আলো। গ্রামের দিনমজুররা কাজের সময় যেভাবে গামছা বাঁধে কোমরে, আলো সেইভাবে তার ওড়না বেঁধেছে কোমরে। তার একহাড়া সুন্দর গড়নের শরীর এই ভঙ্গিতে ওড়না বাঁধার ফলে অন্যরকম লাগছে দেখতে। মিনুর রুমে ঢুকেই সে বলল, এখনই একটা হুড়া পাছড়া তোমারে নিয়া আমার করতে হইব।

মিনু হাসলেন। গোসল করাবি আমারে ?

তয় ?

একদিন গোসল না করলে কী হয় ?

কী ?

না মানে কাইল তো গোসল করছি।

তাতে কী ?

আইজ না করলাম।

এইসব তেড়িবেড়ি চলবো না।

আমি তো গোসল করতে চাই না তোর কথা ভাইবা।

আমার কী হইছে ?

তোর কষ্ট হয় না ?

হয়। তোমারে গোসল করানোটা হইল সব থিকা কঠিন কাম।

এই জন্যই তো কইলাম রোজ রোজ গোসল করনের কাম কী ?

তয় কী করুম ?

একদিন পর পর করাইতে পারছ, দুইদিন পর পর করাইতে পারছ।

আর ?

ইচ্ছা হইলে সপ্তাহে একদিন করাইতে পারছ।

হ সেইটা পারি। তয় একটা অসুবিধা আছে।

কী অসুবিধা ?

তোমার শরীলের গন্ধে এই ঘরে ঢোকন যাইবো না।

এয়ারফ্রেশনার স্প্রে করবি সারা ঘরে।

আর তোমার শরীলে সেন্ট মাখাইয়া দিমু ?

হ। সোজাপথ।

তারপরও তোমার কাছে আসতে আমার ঘৃণা লাগবো। নোংরা মানুষ আমি দুই চোক্ষে দেখতে পারি না।

তয় তো কষ্ট একটু করতেই হইব।

সেইটাই তো করতাছি।

মিনুকে শিশুর মতো পাজা কোলে নিয়ে হুইলচেয়ারে বসালো আলো। তুমি তো মরোও না। এতদিন বাঁইচা থাকনের কাম কী ? আশি বিরাশি বচ্ছর না তো ? আমার তো মনে হয় তোমার বয়স হইব আড়াইশো তিনশো!

মিনু হাসলেন। হ, আমার হইল কচ্ছপের জান।

কচ্ছপরে গ্রামের ভাষায় কী কয় জানো ?

জানি।

কী কও তো ?

কাউঠা।

হ কাউঠা।

কাউঠা কতদিন বাঁচে জানস ?

না। কতদিন ?

দুই তিনশো বচ্ছর।

তয় তুমি কাউঠাই।

মাইয়া কাউঠাগো কাউঠা কয় না।

জানি। কাউঠানি কয়।

তয় আমি হইলাম কাউঠানি ?

মিনুকে এবার কপট একটা ধমক দিল আলো। হইছে, এত প্যাঁচাইল পাইরো না। সারাদিন এত প্যাকর প্যাকর করে! আমার জানটা খাইয়া ফালায়।

হুইলচেয়ার ঠেলে মিনুকে তার রুম থেকে বের করল আলো।

মিনু বললেন, ওই ছেমড়ি...

ছেমড়ি শব্দটা শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল আলো। এই বুড়ি, তোমারে না কইছি আমারে কোনওদিন ছেমড়ি কইবা না ?

তয় কী কমু ? ছেমড়া ?

দেখো বুড়ি...

তারপর কী বলবে, কথা খুঁজে পেল না আলো।

মিনু বললেন, আইচ্ছা ঠিক আছে যা, যা কইতে চাইছিলাম কমু না।

না কইলে আমার ঘোড়ার আণ্ডা হইব।

ততোক্ষণে বাথরুমের দরজার সামনে এসেছে মিনুর হুইলচেয়ার। আলো আগেই বাথরুমে সব গুছিয়ে রেখেছিল। বাথরুমে মিনুকে বসিয়ে গোসল করাবার জন্য প্লাস্টিকের একটা চেয়ার আছে। সেই চেয়ারে কোলে করে নিয়ে মিনুকে বসালো আলো। তারপর অথর্ব শিশুকে যেভাবে গোসল করায় মা, সেইভাবে গোসল করাতে লাগল। তবে এই সময়ও তাদের কথা বন্ধ রইলো না।

মিনুকে সাওয়ার ছেড়ে গোসল করায় না আলো। বালতিতে পানি নিয়ে বড় একটা প্লাস্টিকের মগ দিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর শরীরে মাথায় ঢালে। সপ্তাহে দুদিন মাথায় শ্যাম্পু করায়, সাবান ডলে প্রতিদিনই। এই কাজগুলো ধীরে ধীরে করে সে, আর কথা বলে।

আজও এইসব কাজ করতে করতে কথা বলতে লাগল। এই বুড়ি, তুমি যে বলছিলা, চোখ খোলা রাইখা সব ঝাঁপসা দেখো...

মিনু বলল, চোখে চশমা না থাকলে ঝাঁপসা দেখি।

সেইটা তো বুজলাম....

এই জন্য চোখে চশমা না থাকলে চোখ বুইজা শুইয়া থাকি।

ক্যান ?

বন্ধ চোখে অনেক কিছু পরিষ্কার দেখি।

আলো হাসলো। বুড়া হইলে মানুষের মাথা বিগড়াইয়া যায় শুনছি, তোমারে দেইখা বুঝি, কথাটা সত্য।

আমার মাথা বিগড়াইয়া গেছে ?

হ।

না বিগড়ায় নাই। মাথা ঠিক আছে। একদম ঠিক।

তয় কেমনে কইলা চোখ বুইজা সবকিছু পরিষ্কার দেখি।

কী দেখি সেইটা শোন।

কও ?

দেখি অতীত জীবনটা।

তোমার জামাইরে দেখো ?

দেখি।

আর কী দেখো ?

AMARBOI.COM

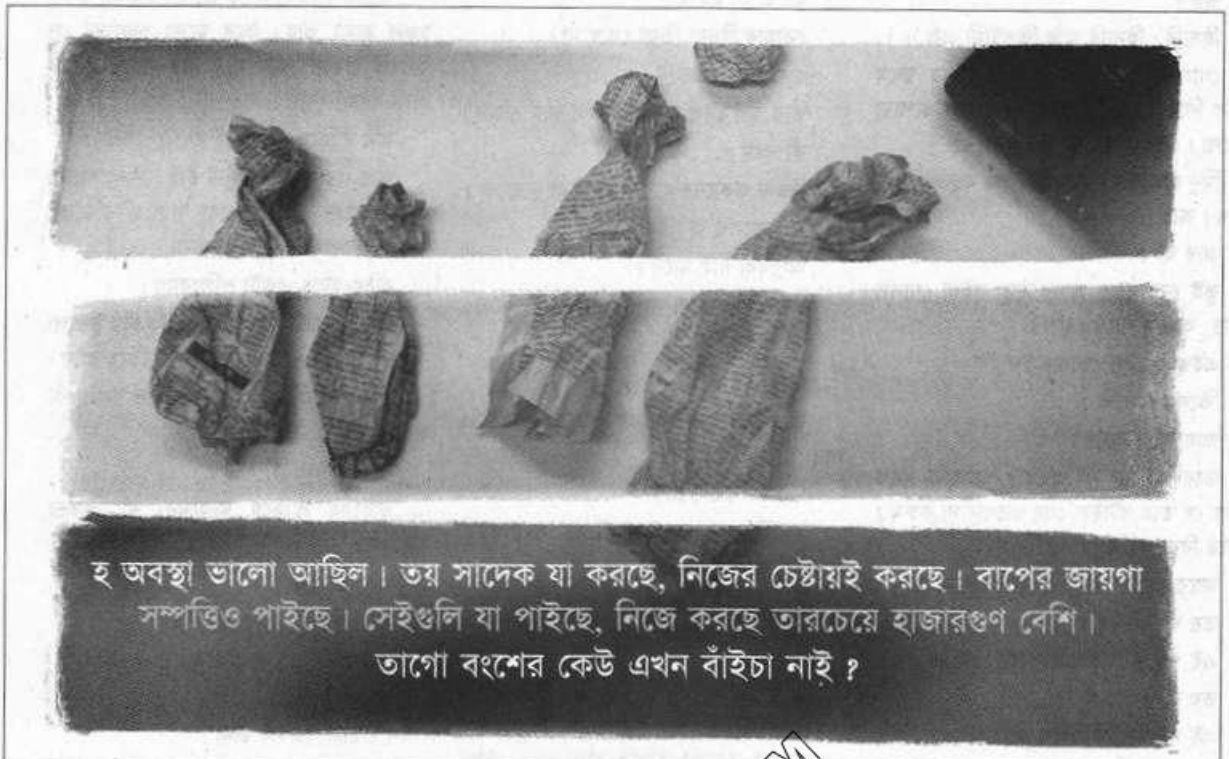

হ অবস্থা ভালো আছিল। তয় সাদেক যা করছে, নিজের চেষ্টায়ই করছে। বাপের জায়গা সম্পত্তিও পাইছে। সেইগুলি যা পাইছে, নিজে করছে তারচেয়ে হাজারগুণ বেশি।
তাগো বংশের কেউ এখন বাঁইচা নাই ?

অনেক কিছু দেখি। সবই সুখের স্মৃতি।

ও চক্ষু বন্ধ কইরা তয় তুমি ওই হগলই দেখো ?

হ। নিজের ছোটবেলা দেখি। মা বাবা ভাইবইন দেখি। তর মতন বয়সে আমার জীবন কেমুন আছিলো সেইটা দেখি।

তোমার বিয়ার সময়কার ঘটনা দেখো ?

তাও দেখি।

তোমার জামাই কেমুন আছিলো ?

বহুত ভালো মানুষ।

তোমারে অনেক আদর করতো ?

করতো। বহুত আদর করতো। বহুত ভালোবাসতো।

তোমার শ্বশুর শাশুড়ি কেমুন আছিলো ?

শ্বশুরটা ভালোই আছিল, শাশুড়িটা সুবিধার আছিল না।

দুনিয়ার বেবাক শাশুড়িই খারাপ হয়।

না এইটা ঠিক না। ভালো শাশুড়িও দুনিয়াতে আছে।

তোমার দেওর ননদ, ভাসুর, ভাসুরের বউ তারা আছিল না ?

আছিল। আমার স্বামীর নাম সাদেক হোসেন। সাদেকরা আছিল পাঁচ ভাইবইন। দুইভাই, তিনবইন। সাদেক বেবাকতের ছোট।

তারা কি আগে থিকাই বড়লোক ?

হ অবস্থা ভালো আছিল। তয় সাদেক যা করছে, নিজের চেষ্টায়ই করছে। বাপের জায়গা সম্পত্তিও পাইছে। সেইগুলি যা পাইছে, নিজে করছে তারচেয়ে হাজারগুণ বেশি।

তাগো বংশের কেউ এখন বাঁইচা নাই ?

সাদেকের ভাইবইন কেউ বাঁইচা নাই। তাগো পোলাপান আছে।

তারা কেউ তোমারে দেখতে আসে না ক্যান ?

আমার লগে তাগো কোনও সম্পর্ক নাই। তারা খুব স্বার্থপর। আমি স্বার্থপর মানুষ দেখতে পারি না।

তোমার স্বামীও কি স্বার্থপর ছিল ?

নারে সে তেমন খারাপ মানুষ ছিল না।

কেমন ছিল ?

ভালো।

কেমন ভালো ?

খুব ভালো।

তোমারে বহুত আদর সোহাগ করতো এর লেইগা ভালো কইতাছো ?

মিনু হাসলেন। না খালি সেই জন্য না।

তয় ?

মনটা ভালো আছিল।

টাকা পয়সা খরচা করতো কেমন ?

এই জায়গাটায় একটু সমস্যা আছিল।

অর্থ কী ?

রোজগার করতো অনেক, খরচা করতো কম।

তার লগে থাইকাই এমুন কিপটা হইছো তুমি ?

আরে না।

তয় ?

আমারে তর কিপটা মনে হয় ক্যান ?

তুমি তো কিপটাই। একটা টাকাও খরচা করতে চাও না।

দরকার না হইলে খরচা করুম ক্যান ?

গোসল শেষ করিয়ে মিনুর শরীর মাথা মুছিয়ে দিতে দিতে আলো বলল, আমি কিন্তু যা বোঝার বুজছি।

কী বুজছস ?

তুমি তোমগো গুষ্ঠির ধাঁচ পাইছো।

কেমন ?

তোমার মা বাপ ভাইবইন সবাই কিপটা পদের।

আরে না। কিপটা না।

AMARBOI.COM

তয় ?

হিসাবি। হিসাবি আর কিপটামী এক না।

গোসলের কাজ শেষ করে মিনুর রুমে তাকে নিয়ে এলো আলো। বিছানায় আধশোয়া করলো। কেমন লাগতাছে এখন ?

মিনু হাসলেন। গোসলের পর বহুত আরাম লাগে। আর...

আর কী ?

তুই তো বহুত আদর যত্ন কইরা গোসল করাছ, আরাম লাগে বেশি।

এইগুলি হইল তোমার চালাকি।

কিসের চালাকি ?

আমারে পটানের।

তরে পটানের কী আছে ? আমি কি যুবক পোলা যে তরে পটাইয়া প্রেম ভালোবাসা করুম ? তোরে বিয়া করুম ?

আরে ধুরো। আমি ওইটা কই নাই।

তয় কী কইছস ?

এই পটানি আর ওই পটানি এক না।

তয় কী ?

এই পটানির অর্থ হইল আমি যাতে তোমার দেখভাল তদারকি আরও ভালো মতন করি।

সেইটা তো তুই এমনেই করছ।

যাতে আরও ভালো কইরা করি।

এরচেয়ে বেশি ভালো আমার লাগে না।

হইছে, বুজছি।

মিনুর বুকের কাছে বসল আলো।

মিনু বললেন, তুই মনে হয় একটু ক্লান্ত হইছস ?

হওনের কথা না ?

হ। একটা বুড়া মানুষরে বাচ্চার মতন কোলে কাঁখে লইয়া গোসল করানো বহুত পরিশ্রমের কাজ।

এই পরিশ্রম তো আমি রোজই করি।

তা করছ।

তয় ?

মিনু আর কথা বললেন না।

আলো হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠল। হায় হায় সর্বনাশ করছি তো।

মিনু চমকালেন। কী করছস ?

তোমারে গোসল করাইতে গিয়া তো আমিও ভিজা গেছি।

তাতো ভিজছসই।

সর্বনাশটা হইছে এই জায়গায়।

কেমন ?

ভিজা সেলোয়ার কামিজ লইয়া তোমার বিছনায় বসছি।

তাতে কী হইছে ?

তোমার বিছনা ভিজা গেছে না।

হ তাতো ভিজছেই।

তার অর্থ হইল আমার একটা কাম বাড়ল।

কী কাম ?

বিছনা শুকানের ব্যবস্থা করন লাগবো না ?

না করলেও অসুবিধা নাই।

অসুবিধা নাই মানে ?

একসময় আপনা আপনি শুকাইয়া যাইবো।

তা যাইবো।

তয় ?

তারপরও আমার মনের খুতখুতানি যাইবো না।

তয় কী করবি ?

ইস্তারি গরম কইরা ভিজা জায়গাটুকু শুকাইয়া ফালামু।

তোর এই একটা জিনিস বহুত ভালো।

কী ?

সবকাম নিখুঁত ভাবে করতে চাস।

হইছে আর প্যাচাইল পাইরো না।

আলো তারপর ইস্তিরি গরম করে ভেজা জায়গাটা চেপে চেপে শুকালো। ইস্তিরি জায়গা মতো রেখে বলল, এই বুড়ি, তুমি এখন ঘুমাইবা না টিভি দেখবা ?

টিভি ছাইড়া দে। টিভি দেখতে দেখতে ঘুম আসলে ঘুমাইয়া যামু নে।

ঠিক আছে।

আলো টিভি ছেড়ে দিল। তুমি টিভি দেখো, আমি আমার কামকাইজ সারি।

মিনুর রুম থেকে বেরিয়ে গেল আলো।

২

বিকেলের দিকে আলো আজ একটু সাজগোজ করল।

তার রুমে পুরনো একটা ড্রেসিংটেবিল আছে। সামান্য কিছু প্রসাধনের জিনিসপত্র আছে। আকাশি রংয়ের একটা শাড়ি পরে, মাথার সুন্দর চুল ঝুটি করে বেঁধে ড্রেসিংটেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছিল সে। তখনই কলিংবেল বাজল।

আলো বুঝে গেল কে এসেছে। মনটা একটু চঞ্চল হলো তার। তবে মনের চঞ্চলতা সে কখনও প্রকাশ করে না। ধীর শান্ত ভঙ্গিতে গিয়ে দরজা খুলল।

রবি দাঁড়িয়ে আছে।

তার পরনে কালো স্যুট টাই। সাদা শার্টের ওপর কালো স্যুটে ভালো লাগছে রবিকে। আলো একপলক তাকে দেখলো।

রবির হাতে একটা শপিংব্যাগ।

আলো দরজা খোলার পরও ভিতরে ঢুকলো না সে। মুগ্ধচোখে আলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

আলো তার স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে বলল, কী হইলো ?

রবি হাসল। কী হবে ?

বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবেন, না ভিতরে ঢুকবেন ?

অবশ্যই ঢুকবো।

তাহলে ?

বাইরেই একটু দাঁড়ালাম।

ক্যান ?

তোমাকে দেখার জন্য।

ক্যান আমার আইজ কী হইছে যে বাইরে থেকে দেখন লাগবো ?

তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে।

সঙ্গে সঙ্গে মুখ ভেংচালো আলো। তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে। এতদিন পরে আইসা ঢং দেখাইতাছে।

মিনুর রুম থেকে মিনু এসময় ডাকলো। আলো, আলো।

আলো সাড়া দিল। কী ?

কে আসলো ? কার লগে কথা কচ ?

আলো গলা উঁচিয়ে বলল, তোমার উকিল।

তারপর রবির দিকে তাকালো। যান, খালার লগে দেখা করেন। বুড়ি তো উতলা হইয়া গেছে।

শপিংব্যাগটা আলোর দিকে এগিয়ে দিল রবি। ধরো।

কী এইটা ?

ফল।

আমি ধরতে পারুম না।

কেন ?

আপনেরটা আপনেই নিয়া যান।

আমি নেবো কেন ?

তয় কে নিবো ?

তুমি নেবে।

ক্যান ?

AMARBOI.COM

নিয়ে কিচেনে আর নয়তো ফ্রিজে রাখবে।

সেইটা একসময় আমার রাখতেই হইব।

তাহলে ?

এখন নিয়া আপনের খালারে আগে দেখান যে তার জন্য আপনের কত দরদ। কত ফল তার জন্য আপনে নিয়া আসছেন।

রবি হাসল। ইস তুমি যা হয়েছো না।

আমি এই রকম হই নাই। আমি শুরু থেকেই এই রকম।

আলো কিচেনের দিকে চলে গেল। দরজা টেনে বন্ধ করল রবি, তারপর সে গিয়ে ঢুকল মিনুর রুমে।

মিনুর রুমে টিভি চলছে। এই বয়সে তিনি বেশিরভাগ সময় কার্টুন দেখেন। তাঁর প্রিয় কার্টুন সিরিজ হচ্ছে *টম অ্যান্ড জেরি*। একটা বোকা বিড়াল আর একটা চালাক ইঁদুরের কাণ্ডকারখানা দেখে তিনি ফোকলা মুখে মিট মিট হাসেন, কখনও শব্দ করেও হাসেন।

এখন হাসছিলেন মিট মিট করে।

রবি তাঁর রুমে ঢুকে উচ্ছল গলায় বলল, এই আমি এসে পড়েছি খালা।

আয় বাবা, আয়।

রিমোট টিপে টিভি অফ করলেন মিনু।

মিনুর বিছানার সামনে একটা চেয়ার টেনে বসল রবি। হাসিমুখে বলল, দেখো তোমার জন্য কী রকম টান। তুমি বললে দুয়েক দিনের মধ্যে আসতে আর আমি আজই এসে পড়লাম।

বুঝলাম। কিন্তু তোর হাতে কী ?

শপিংব্যাগটা মিনুর পায়ের কাছে রাখল রবি। তেমন কিছু না। সামান্য ফল। তোমার জন্য ফল নিয়ে এলাম।

কেন ?

খালি হাতে আসবো নাকি ?

মিনু গম্ভীর হলেন। তোরে নিয়া আমার দুঃখ কী জানচ ?

কী ?

তোরে আমি মানুষ করতে পারি নাই।

রবি অবাক! বলো কী ? এই বয়সে আমি *এত নামকরা লইয়ার*। আর তুমি বলছো আমাকে তুমি মানুষ করতে পারোনি ?

আমি সেই অর্থে বলি নাই।

তাহলে ?

তুই জানচ না আমার ডায়াবেটিস ?

জানি।

সবকিছু খাইতে পারি না।

তাও জানি।

তাহলে ?

শোনো খালা, তোমার ডায়াবেটিসের খবর আমি জানি। কী খেতে পারো না পারো তাও জানি।

তাহলে ?

সব ফলই একটু একটু খাওয়া যায়।

হু তা যায়।

আর আলো তোমাকে হিসাব মতোই খাওয়াবে।

তাও ঠিক।

তাহলে এবার বলো, মানুষ করতে পারো নাই মানে কী ?

মিনু একটু রাগলেন। এই গরু, এত অপচয় যারা করে তারা মানুষ ?

আমি তো কোনও অপচয় করিনি।

অবশ্যই করছস।

এই যে তোমার জন্য ফল নিয়ে এলাম, এটা অপচয় ?

হ্যাঁ।

কীভাবে ?

এত ফল আনা উচিত হয় নাই। কম আনলেই হতো।

তেমন বেশি আনিনি। কমই এনেছি।

না এইগুলি কম না। শোন, যাহারা অপচয় করে...

জানি। তাহারা শয়তানের ভাই।

তয় তুই হইতাছস শয়তানের ভাই। তুই মানুষ না।

চেয়ার ছেড়ে রবি এবার মিনুর পায়ের কাছে বসল। খাটে কোমরের কাছে একটা হাত রেখে বলল, আস্তে বলো।

কেন ?

আলো শুনলে খবর আছে।

ও আবার কী করবো ?

তোমাকে গালাগাল করবে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। কিপটা বুড়িটুড়ি বলে তোমাকে নাস্তানাবুদ করবে।

ওইটাও তোর পদেরই।

মানে ?

তুই শয়তানের ভাই আর ওইটা হইতাছে শয়তানের বইন। তোরা দুইজনে অপচয় ছাড়া কিছুই শিখছ নাই।

আচ্ছা ঠিক আছে। শয়তানের ভাইবোন আমরা। এবার তোমার শরীরের কথা বলো। তারপর অন্যকথা।

শরীর ভালোই আছে।

কেমন ভালো ?

বেশ ভালো।

কোনও অসুবিধা নেই ?

না।

মিনু হাসলেন। একদম ফিটফাট।

এসময় চা নাশতার ট্রে নিয়ে আলো এসে ঢুকল মিনুর রুমে। মিনুর শেষ কথাটা সে শুনতে পেয়েছে। মুখ ঝামটে বলল, ঘোড়ার ডিম ফিটফাট।

রবি আলোর দিকে তাকালো। *মানে ?*

দুইবেলা ইনসুলিন দেওয়ার পরও ডায়াবেটিস কমে না।

বলো কী ?

হ্যাঁ।

প্রেসারের অবস্থা কী ?

কন্ট্রোলে থাকে না।

গ্যাস্ট্রিক ?

গ্যাসে পেট ফুইল্যা যায়। এসিডিটিতে বুক গলা জ্বলে...

মিনু বললেন, হইছে। তোর এত কথা কওনের কাম নাই।

তারপর রবির দিকে তাকালেন। তুই ওর কথা শুনিছ না বাবা। আমি ভালোই আছি।

রবি বলল, আমি যা বোঝার বুঝেছি।

আলো বলল, না বোঝলে কিসের ঘোড়ার ডিম উকিল আপনে ?

রবি হাসল। ঘোড়ার ডিম না। আমি ভালো উকিল।

তয় শোনেন ভালো উকিল সাহেব, এই কিপটা বুড়ি অসুখের কথাও লুকায়া রাখে।

কেন ?

পয়সার কথা চিন্তা কইরা।

পয়সার কথা চিন্তা করবে কেন ? খালার কি টাকা পয়সার অভাব আছে ?

অভাব নাই, স্বভাব আছে।

মানে ?

এত মানে মানে করবেন না। আমি যে বলি কিপটা বুড়ি এই কথাটার অর্থ আপনে বোঝেন না ?

রবি হাসল। বুঝি।

ঘটনা হইল, যদি বড় ডাক্তার দেখাইতে হয় বা বাড়িতে ডাকতে হয়, যদি বুড়িরে হাসপাতালে নিয়া যাইতে হয়, তয় টাকা খরচা হইব না ?

AMARBOI.COM

তা তো হবেই।

এইজন্যই অসুখের কথা চাইপা থাকে বুড়ি। অর্থাৎ মইরা যাইবো তাও টাকা খরচা করবো না।

বুঝলাম।

মিনু তখন মিট মিট হাসছেন। রবির দিকে তাকিয়ে বললেন, কইছিলাম না?

রবি মনে করতে পারল না মিনু কী বলেছিলেন? বলল, কী বলেছিলে?

শয়তানের বইন।

আলো কপট রাগে মুখ বাঁকালো। এই বুড়ি, খবরদার আমারে শয়তানের বইন কইবা না। আমি শয়তানের বইন হইলে তুমি হইলা শয়তানের মা।

একটু থেমে বলল, না না তুমি হইলা শয়তানের নানি।

আলো তারপর রবির দিকে তাকালো। আপনের চা নেন আর বুড়ির চা আমি ফিরত লইয়া যাই।

মিনু অবাক! ক্যান, আমার চা ফিরত নিবি ক্যান?

এককাপ চা না খাইলে তোমার কিছু খরচা কমবো।

রবি বলল, এবার একটা ওকালতি প্যাঁচ ধরি?

ধরেন।

চা তুমি বানিয়ে ফেলেছো?

আর বলতে হইবো না। আমি বুজছি।

কী বুঝেছো বলো তো?

চায়ের খরচা যা হওয়ার হইয়া গেছে...

রাইট। এখন আর ফেরত নিয়ে লাভ নেই।

ঠিক আছে, আপনের খাতিরে দিলাম বুড়িরে এককাপ চা।

মিনুর হাতে চায়ের কাপ ধরিয়ে দিল আলো। বুজলা বুড়ি, উকিল সাহেবের খাতিরে দিলাম। নইলে দিতাম না। যাও এখন।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে মিনু বললেন, আমাদের দুইজনরে চা দিলি, তুই খাবি না?

না।

ক্যান?

আমি এককাপ চা খাইলে তোমার খরচা কিছু বাইড়া যাইবো না? অন্তত দুইটা টাকা তোমার বাঁচাইয়া দিলাম।

দরজার দিকে পা বাড়িয়ে আলো বলল, টাকাগুলি কবরে লইয়া যাইয়ো।

মিনু হাসলেন কিন্তু রবি আলোকে ডাকলো। আলো।

আলো ঘুরে দাঁড়ালো। কন।

আমার চায়েও কি ইকোয়াল দিয়েছো?

হ।

কিন্তু আমার তো ডায়াবেটিস নেই।

কিপটা বুড়ির পাশে বইসা থাকলে ডায়াবেটিস হইতে সময় লাগবো না। এই জন্য আগে থেকেই সাবধান কইরা দিলাম।

আলো বেরিয়ে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়ে মিনু বললেন, এই পাগলনীর জন্যই আমি বাঁইচা আছি।

রবিও চায়ে চুমুক দিল। ঠিকই বলেছো। যেভাবে তোমাকে আগলে রাখে।

রবি আরেক চুমুক চা খেলো। এবার বলো খালা, কোনও কাজ আছে কিনা?

হরে বাবা, কাজ আছে।

কী কাজ?

ভাড়ার টাকা পয়সা অনেক জইমা গেছে ঘরে। আলো তো আমারে রাইখা বাইরে যাইতে পারে না। টাকাগুলি নিয়া আমার অ্যাকাউন্টে জমা দিয়া দে।

ঠিক আছে, নিয়ে যাবো নে।

আর তোরে যে একটা কাগজ বানাইতে কইছিলাম?

ওটা করে রেখেছি।

কই?

নিয়া আসছি। ব্যাগে আছে। তুমি সই করে দিলেই হবে।

আইচ্ছা কইরা দিমু নে। চা খাইয়া লই।

ওকে।

নিজের চা শেষ করে ব্যাগ থেকে কম্পিউটার টাইপ করা একটা স্ট্যাম্প পেপার বের করল রবি। পকেট থেকে কলম বের করে মিনুর হাতে দিল, তাঁর চশমা এগিয়ে দিল। মিনু কাঁপা কাঁপা হাতে সই করলেন।

রাত আটটার দিকে রবি এসে ডাইনিংটেবিলের সামনে দাঁড়াল। আলো একজনের খাবার সাজাচ্ছে টেবিলে।

রবি আলোর চোখের দিকে তাকালো। এই, তোমার কি ডায়াবেটিস আছে?

আলো মুখ ঝামটালো। আমার সঙ্গে ফাজলামি করবেন না।

না না ফাজলামো করছি না।

তাহলে কী করছেন?

ডায়াবেটিস আছে কি না জানতে চাইছি?

আবার ফাজলামি।

না মানে বলছিলাম যদি ডায়াবেটিস থাকে তাহলে আমি তোমার পাশে না দাঁড়িয়ে সরে দাঁড়াবো।

আলো গ্রীবা বাঁকালো। ক্যান?

কারণ আছে।

এই উকিল, ডায়াবেটিস কি ছোঁয়াচে রোগ যে ছোঁয়া লাগলেই হইয়া যাইবো?

তাহলে আমাকে বললে কেন?

কী বলছি?

খালার পাশে বসলে আমারও ডায়াবেটিস হয়ে যাবে।

আমার ইচ্ছা আমি বলছি।

আচ্ছা ঠিক আছে।

কী ঠিক আছে?

তোমার ইচ্ছা তুমি বলেছো।

হ্যাঁ।

রবি একটা চেয়ার টেনে বসল। দাও।

কী দিবো?

ভাত?

ভাত দিবো মানে?

রাতের ভাত খাবো না?

নিজের বাসায় গিয়া খান।

নিজের বাসায় গিয়ে খাবো কেন?

তাহলে কই খাইবেন?

এই বাড়িতে দুপুরবেলা এলে আমি দুপুরের ভাত খেয়ে যাই।

এখন দুপুর না, রাত।

রাতে এলে রাতের খাবার খেয়ে যাই।

এইটা আপনের শ্বশুরবাড়ি যে আসলেই ভাত খাইয়া যাইতে হইব?

রবি কথা বলল না, হাসলো।

আলো বলল, আপনে বিয়া করেন না ক্যান?

বিয়ে করে লাভ কী?

বহুত লাভ আছে।

যেমন?

যেমন বউ ভাত বাইড়া বইসা থাকবো, আপনে গিয়া খাইবেন। কাহিনী শেষ।

বিয়ে করতে হলে একটা মেয়ে দরকার।

হ্যাঁ তাতো দরকারই। পুরুষরা তো আর পুরুষ বিয়া করে না।

AMARBOI.COM

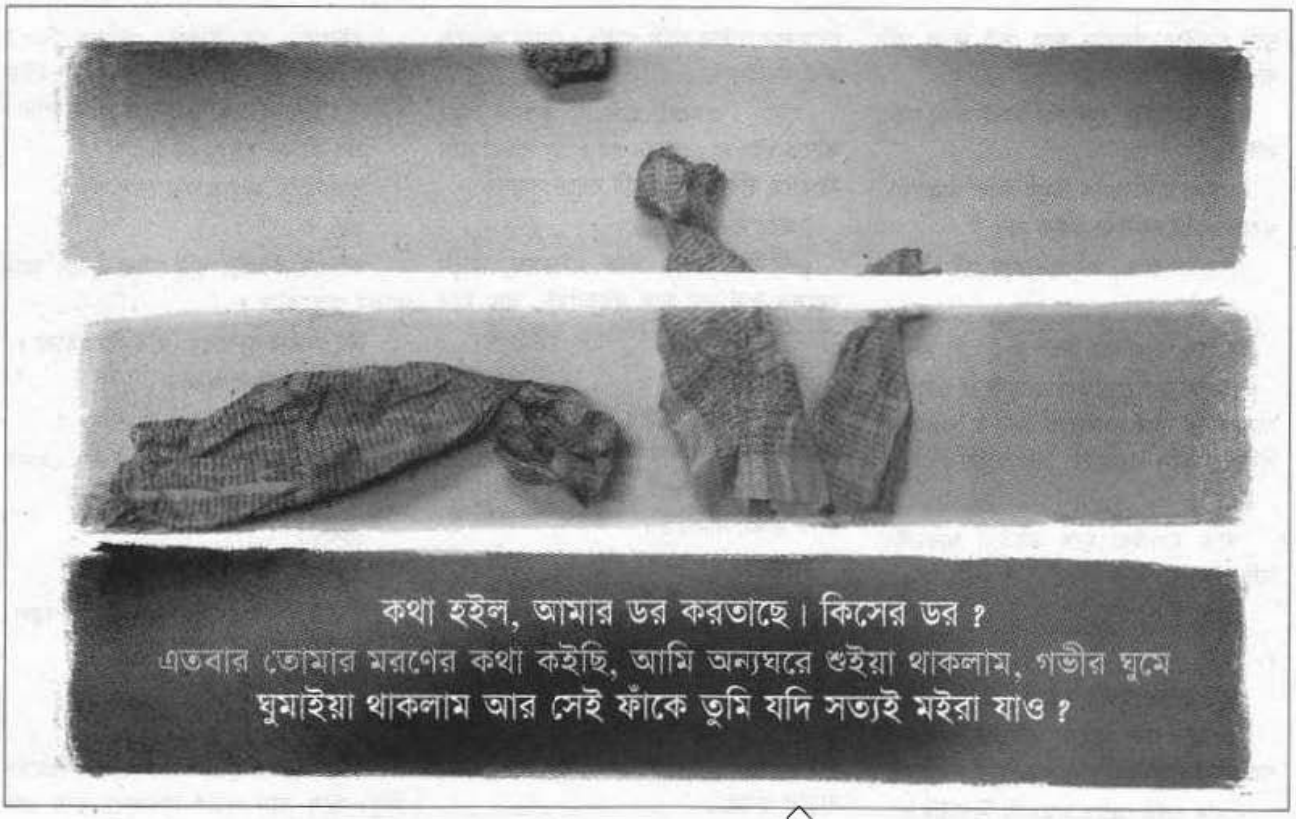

তা আমি জানি।

তাহলে ?

অসুবিধা হলো বিয়ে করার মতো মেয়ে খুঁজে পাচ্ছি না।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। মেয়ে না পেলে কাকে বিয়ে করবো ?

তাতো ঠিকই।

তুমি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারো ?

কী সাহায্য ?

আমার জন্য একটা মেয়ে দেখো না! বিয়ে করে ফেলি।

কথাটা শুনে যেন খুবই খুশি হয়েছে আলো এমন একটা ভাব করল। আমি তো আপনার জন্য একটা মেয়ে দেইখা রাখছি।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

কোথাকার মেয়ে ?

পাশের ফ্ল্যাটেই থাকে।

সত্যি ?

সত্যি।

কী নাম ?

মর্জিনা।

রবি ভুরু কুঁচকালো। মর্জিনা ?

হ্যাঁ মর্জিনা বেগম।

দেখতে কেমন ?

খারাপ না। তবে...

তবে ?

ডাইন চোখটা ট্যারা।

ট্যারা ?

হ্যাঁ।

কী পড়ে ?

পড়ে না।

তাহলে ?

বুয়ার কাজ করে। পাশের ফ্ল্যাটের বুয়া।

খিলখিল করে হাসতে লাগল আলো। মর্জিনারে বিয়া করবেন ?

রবি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। করতে পারি।

আলো অবাক! কী ?

বললাম হ্যাঁ করতে পারি। আমার কপালে মনে হয় বুয়াই আছে।

রবির প্লেটে তখন ভাত তরকারি তুলে দিচ্ছে আলো।

৩

রাতেরবেলা আজ মিনুর রুমের মেঝেতে নিজের বিছানা করতে লাগল আলো।

মিনু অবাক হলেন। কী রে ?

আলো বলল, কী ?

এই ঘরে তোর বিছানা করতাছস ক্যান ?

আইজ থিকা আমি এই ঘরে থাকুম।

ক্যান ?

আমার ইচ্ছা।

হঠাৎ এমন ইচ্ছা!

হঠাৎ না।

ভয় ?

কারণ আছে।

কী কারণ ?

সকাল থিকা বহুতবার আইজ তোমার মরণের কথা কইছি।

তাতে কী হইছে ?

তাতেই এক কাণ্ড।

কী কাণ্ড ?

তোমার ঘরে আমার বিছানা।

আমি তোর কথা বুজতাছি না।

কথা হইল, আমার ডর করতাছে।

কিসের ডর ?

এতবার তোমার মরণের কথা কইছি, আমি অন্যঘরে শুইয়া থাকলাম, গভীর

AMARBOI.COM

ঘুমে ঘুমাইয়া থাকলাম আর সেই ফাঁকে তুমি যদি সত্যই মইরা যাও ?

মিনু হাসলেন। তুই তো চাসই আমি মইরা যাই।

আলো রাগী চোখে মিনুর দিকে তাকালো। খবরদার এইসব কথা কইবা না।

মিনু হাসলেন। তয় অন্যকথা কই ?

কও।

রবিরে খাওয়াইয়া দিছস ?

বিছানা করা শেষ হয়েছে আলোর। সেখানে বসে মিনুর দিকে তাকালো সে। হ খাওয়াইয়া দিছি। কেমনে খাওয়াইয়া দিছি শুনবা ?

শুনি।

ভাত মাখাইয়া মুখে উঠাইয়া খাওয়াইয়া দিছি।

যাহ্।

হ।

তুই ভারি শয়তান মাইয়া।

তোমার লগে থাইকা থাইকাই তো আমি শয়তান হইছি।

ক্যান আমি তোরে শয়তানি শিখাইছি ?

হ তুমিই তো শিখাইছো। তুমি ছাড়া আর কে শিখাইবো ? আমি কি অন্যকারও কাছে থাকছি, কও ?

একটু থামলো আলো। তারপর বলল, এই বুড়ি...

কী ?

উকিলরে খাওয়ানোর সময় তোমার কোনও হিসাব থাকে না ?

কিসের হিসাব ?

একজন মানুষরে ভাত তরকারি খাওয়াইলে যে কিছু টাকা পয়সা খরচা হয়, এই হিসাবটা তুমি করো না ক্যান ?

মিনু হাসলেন। আমার মেয়ে থাকে আমেরিকায়...

ছেলে থাকে গুলশানে।

হ। দরকার ছাড়া তারা কেউ আমারে একটা ফোনও করে না।

জানি।

তারা স্বার্থ ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না। খালি রবি আর তুই...

আমরা তো তোমার পেটের ছেলেমেয়ে না ?

আগে শোন আমার কথা।

আচ্ছা কও।

তোরা দুইটা এতিম ছেলেমেয়ে, এতিমখানা থেকে এই ছোট ছোট তগো দুইজনরে আইন্যা আমি পালছি। তোরে কলেজে ভর্তি করাইলাম...

হইছে, আমগো ইতিহাস ভুগোল আর কইতে হইব না। যেমনে কইতাছো, শুইনা মনে হইতাছে উকিল আর আমি বয়সে সমান!

আরে না।

তোমার কথায় মনে হইতাছে, মানে বয়সের কথা তো মনে হইতাছেই, আর মনে হইতাছে আমরা দুইজন আপনা ভাইবোন।

ধুরো পাগলি।

শোনো বুড়ি, আমার কাছে হিসাব আছে। তোমার উকিল আমার থিকা নয় বছরের বড়।

সেইটা আমি জানি। হোস্টেলে রাইখা ওরে আমি উকিল বানাইছি।

জানি জানি। সবই জানি।

এখন আমার দুইটাই চিন্তা।

কী কী ?

রবির বিয়া আর তোর বিয়া।

এইটাও জানি।

রবি তো উকিল হইয়া নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ায়া গেছে...

আর আমি বইসা আছি। আমারেও দাঁড় করায়া দাও।

মিনু হাসলেন। ব্যবস্থা করতেছি।

শোনো বুড়ি, তোমারে একটা বুদ্ধি দেই।

কী বুদ্ধি ?

উকিলের লগে আমারে বিয়া দিয়া দেও। কাহিনী শেষ।

মিনু হাসতে হাসতে বললেন, চুপ কর, বান্দির কোথাকার। খালি ফাজিল কথা।

একটু থামলেন তিনি। তারপর বললেন, ওই, খাইতে বসাইয়া রবির লগে কী কথা কইলি ?

শোনবা ?

হ।

বিয়াশাদির কথা কইলাম।

কী ?

হ। যার লগে যার বিয়া হইব তারা যেইসব কথা কয় সেইসব কথা।

ধুরো ছেমড়ি।

আরে হ। কী কী কইলাম শোনবা ?

শুনি।

কইলাম, এই উকিল, তোমার কিপটা খালায় তো দুই চাইরদিনের মইধ্যেই মইরা যাইবো। তুমি আমারে বিয়া করতাছো না ক্যান ?

রবি কী কইলো ?

তার আগে আমার কথা শেষ করি ?

কর।

কইলাম, কিপটা বুড়ি মইরা গেলে আমি থাকুম কার কাছে ?

মিনু আবার হাসলেন। রবি কী কইলো ?

কইলো ঘোড়ার আণ্ডা।

মানে ?

উকিল হইলে কী হইব, ওইডার কোনও সাহস নাই।

কেমন ?

বিয়া করতে সাহস লাগে।

আলো নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি লাইট নিভাও।

তোর ঘুম আসতাছে ?

তয় আসবো না ?

বেডসাইডের সুইজ টিপে লাইট নিভালেন মিনু। সঙ্গে সঙ্গে গভীর অন্ধকারে ভরে গেল ঘর।

আলো বলল, শোনো কিপটা বুড়ি, রাইত্রে মরণ আইসা তোমার জান কবচ করতে চাইলে আমারে খবর দিও।

মিনু আবার হাসলেন। কী যে কচ পাগলনী। মরণ কি আর জানাইয়া আসবো!

মিনুর মাথার কাছে জানালার পর্দাটা একটুখানি সরানো। আকাশে আজ চাঁদ আছে। চাঁদের এক টুকরো আলো পর্দার ওই ফাঁকটুকু দিয়ে এসে পড়েছে মিনুর মাথার কাছে। আর ওইটুকু আলোতেই মিনুর রুমটা যেন একটু আলোকিত হয়েছে।

আলো শুয়ে আছে মেঝের বিছানায়। এখন রাত কটা বাজে কে জানে! হঠাৎ করেই ঘুম ভাঙল আলোর। ঘুম ভাঙার পর খানিক শুয়ে রইল সে, তারপর নিঃশব্দে উঠল। মিনুর বিছানার কাছে এলো। পর্দার ফাঁক দিয়ে আসা আলোয় মিনুর মুখটা একটু দেখল। রুমে ফ্যান চলছে। তবু রাতের এই সময়টায় একটু যেন শীত শীত লাগে।

মিনুর পায়ের কাছে পাতলা সুন্দর একটা কাঁথা আছে। আলতো করে সেই কাঁথাটা নিল আলো। মিনুর ঘুম যেন না ভাঙে এমন ভঙ্গিতে কাঁথাটা তাঁর গায়ে মেলে দিল। গলার কাছটায় কাঁথা টেনে দিয়ে মিনুর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিল। তারপর ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছে, মিনু তার একটা হাত ধরলেন।

AMARBOI.COM

আলো চমকালো। তুমি জাইগা গেছো?

মিনু বললেন, হ।

কখন জাগলা?

তুই আমার গায়ে যখন কাঁথা দিয়া দিলি তখনই জাগছি।

তয় মাথায় যখন হাত বুলাইয়া দিলাম তখন দেখি আওয়াজ দিলা না?

আদর করার সময় কথা বলতে হয় না।

তয় কী করতে হয়?

চুপ কইরা থাকতে হয়।

মিনুর পাশে বসল আলো। মিনু তখনও ধরে রেখেছেন আলোর হাত। বললেন, তুই আমারে এত আদর করছ ক্যান?

সঙ্গে সঙ্গে আলো তার নিজের স্বভাবে ফিরল। কে কইছে আমি তোমারে আদর করি?

কে কইবো? আমি কই।

এইটা তুমি মিছাকথা কও।

মানে?

আমি তো তোমারে খালি বকাঝকা করি, চটাংচটাং কথা কই।

তাতো কচই।

তয়?

তারপরও তুই আমারে অনেক আদর করছ।

না করি না।

তোরে আমি চিনি।

কেমুন চিনো?

দুই রকম তুই।

কেমুন?

তোর উপরে এক, ভিতরে আরেক।

উপরে কেমুন আর ভিতরে কেমুন বুঝাইয়া কও?

উপরে উপরে রাগী।

ভিতরে ভিতরে?

নরম। আসলে তুই খুবই নরম মনের মাইয়া।

কে কইছে তোমারে আমি নরম মনের মাইয়া?

আগেই তো কইলাম কেউ কয় নাই।

তয়?

আমি নিজেই কই। আমি তোরে বুঝি। তোর মন বুঝি।

তুমি বোঝো ঘোড়ার আণ্ডা।

আইচ্ছা ঠিক আছে।

কী ঠিক আছে?

তুই নিজেই ক তুই কেমুন মাইয়া?

আলো মজা করে বলল, আমি কঠিন জিনিস।

কেমুন কঠিন?

আসলে তো আমি তোমার গায়ে কাঁথা দেওয়ার জন্য উঠি নাই, তোমারে আদর করার জন্যও উঠি নাই?

তয়?

দেখতে উঠছিলাম।

কী দেখতে?

কমু?

ক।

দেখতে চাইছিলাম তুমি মইরা গেছো কিনা!

কী?

হ। কপালে মাথায় হাত দিয়া আদর করি নাই।

তয় কী করছস?

দেখলাম তোমার শরীল ঠান্ডা না গরম। ঠান্ডা হইলে মইরা গেছো আর গরম হইলে জ্যান্তা।

মিনু আবার হাসলেন। কী দেখলি?

দেখলাম তুমিও আমার মতন কঠিন জিনিস।

আমার মরণ নাই?

না।

আর কতদিন বাঁচুম?

আরও মনে হয় পাঁচ ছয়শো বছর বাঁচবা।

একটু থামলো আলো। তারপর বলল, নেও এখন ঘুমাও। প্যাকর প্যাকর কইরা আমার কানের পোকা বাইর কইরা ফালাইছো।

আমি প্যাকর প্যাকর করলাম?

তয় কে করছে?

তুই।

হ অহন তো দোষ আমারই হইবো।

না ঠিক আছে আমারই দোষ।

না আমার দোষ। আমিই প্যাকর প্যাকর করছি। অহন ঘুমাও।

ফাঁক হওয়া পর্দাটা টেনে দিল আলো। তারপর নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

অন্ধকার বিছানায় স্নিগ্ধমুখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিনু।

মন্টিদের গুলশানের বাড়িটা ছতলা।

খুবই আধুনিক ধরনের দামি বাড়ি। প্রত্যেক ফ্লোরে দুটো করে ফ্ল্যাট। একটা সাড়ে তিনহাজার স্কোয়ার ফিটের। আরেকটা বাইশশো। মন্টিরা থাকে তিনতলার সাড়ে তিনহাজার স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটে। বাকিগুলো ভাড়া দেওয়া। আন্ডার গ্রাউন্ডে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা।

মন্টির বয়স চৌত্রিশ। কিন্তু তার ঢং ঢাং কিশোরীদের মতো। কথাবার্তা চালচলনে আদুরে ভঙ্গি গলে গলে পড়ে।

মন্টি এখন তার ড্রেসিংরুমে। আয়নার সামনে বসে সাজছে। তার সাজগোজের বাহার অতি উগ্র ধরনের। মন্টির বিছানায় একটা লাল রংয়ের ডেলের ল্যাপটপ পড়ে আছে। মিউজিক সিস্টেমে ওয়েস্টার্ন ধুমধারাক্কা মিউজিক বাজছে। মন্টি মিউজিকের তালে তালে সাজতে সাজতে একটু একটু দুলছে।

হাতের কাছে মোবাইল আছে। মোবাইল বাজলো। মন্টি থাবা দিয়ে ফোন ধরল। আহ্লাদে একেবারে গলে গিয়ে বলল, বলো জান।

ওপাশ থেকে সানি বলল, আর কতক্ষণ?

কামিং বাবা। আসতেছি।

সানি বলল, কতক্ষণ লাগবে আসতে?

একটু ওয়েট করো, জান।

তাতো করছিই। বাট কতক্ষণ?

তোমার সঙ্গে টাইম পাস করবো, একটু মেকাপ নিতে হবে না?

মেকাপ নিতে হবে না।

কেন?

তুমি এমনিতেই খুব সুন্দর।

তা আমি জানি।

তাহলে?

তারপরও, মেকাপ নিলে আরও সুন্দর লাগবে।

বেশি সুন্দর আমার দরকার নেই।

মানে?

মেকাপ ছাড়া তুমি যা আছো তাতেই আমার চলবে।

নটি বয়।

না না আমার ওয়েট করতে ভালাগছে না।

আই য়্যাম জাস্ট কামিং।

ফোন রাখার পরও মিনিট দশেক সময় নিল মন্টি। মেকাপ আরও উগ্র করল। তারপর কাঁধে খুবই কায়দায়

AMARBOI.COM

একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে, দামি সুন্দর সানগ্লাস কপ্যালের ওপর না, ম্যাথার মাঝখান বরাবর তুলে রুম থেকে বেরুলো। হাতে মোবাইল।

ডাইনিংস্পেসে বসে খবরের কাগজ পড়ছে রেখা। মন্টির মা। মেয়ের মতো সেও উগ্র ধরনের। বয়স হয়েছে চুয়ান্ন পঞ্চান্ন। তবু বেশ একটা খুকি খুকি ভাব। চোখে খুবই কায়দার চশমা, হাতের কাছে কফির মগ। মাঝে মাঝেই কফিতে চুমুক দিচ্ছে আর খবরের কাগজ পড়ছে।

মন্টি এসে রেখার সামনে দাঁড়াল। আই য়্যাম গোয়িং মম।

রেখা চোখ তুলে মেয়ের দিকে তাকালো। কোথায় যাচ্ছিস?

হোয়াট কোথায় যাচ্ছিস?

বলবি না কোথায় যাচ্ছিস?

তুমি জানো না?

আমি কী করে জানবো?

আরে বাবা সানির সঙ্গে মিট করতে যাচ্ছি।

রেখা হাসল। ও আচ্ছা আচ্ছা।

তারপর মেয়েকে যেন খুটিয়ে খুটিয়ে দেখল। তোমাকে খুব সুইট লাগছে, ডার্লিং।

নিজের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে হাসলো মন্টি। আই য়্যাম অলওয়েজ সুইট।

সানি কী বলে?

এটাই বলে।

মানে সুইট?

ইয়েস।

বলতেই হবে।

রাইট, বলতেই হবে।

কখন ফিরবে?

আই ডোন্ট নো।

কেন?

ওহ্ মম। হবু বরের সঙ্গে টাইম পাস...

বুঝতে পারছি। ওকে। নো প্রবলেম।

তাহলে আমি যাই।

যাও ম্য।

বাই মম।

মন্টি ক্যাটওয়াকের ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল।

মন্টির বাবা রাজু তার বিছানায় আধশোয়া হয়ে আমেরিকায় থাকা বোন রোজির সঙ্গে কথা বলছে। বুঝলি রোজি, মন্টির এবারের বরটা খুব ভালো।

ক্যালিফোর্নিয়ার অরেঞ্জ কাউন্টি থেকে অতি উচ্ছল গলায় রোজি বলল, তাই নাকি ভাইয়া?

আরে হ্যাঁ।

নাম কী?

সানি।

নামেই বোঝা যায় ব্রাইট ছেলে।

হ্যাঁ খুবই ব্রাইট।

করে কী?

বিজনেস।

কিসের বিজনেস?

আরে অনেক রকমের বিজনেস। ট্যাক্সটাইল মিল, গার্মেন্টস আরও কী কী সব আছে।

তার মানে বিশাল অবস্থা!

বিশাল, বিশাল।

ভালো, খুব ভালো।

মন্টির আগের বর দুটি খুবই গবেট ছিল।

তাই?

তাই।

ওরকম গবেটের কাছে মেয়ে বিয়ে দিয়েছিলে কেন?

আমি দিইনি তো।

তাহলে?

তোর ভাবি।

ও।

দুটোই রেখা দিয়েছিল। রেখার খুব পছন্দ ছিল।

মন্টির?

বোধহয় ওরও পছন্দ হয়েছিল।

আর তোমার?

আমি শুরুতেই বুঝে গিয়েছিলাম ওগুলোর সঙ্গে আমার মেয়ে সংসার করবে না।

তাহলে না করোনি কেন?

মা মেয়ে সমানে নাচছিল। খুব ভালো ছেলে...

বুঝেছি বুঝেছি।

এজন্য আমি আর কিছু বলিনি।

ঠিক আছে। যা হওয়ার হয়ে গেছে। এবারেরটা ভালো হলেই হলো।

এবারেরটা ভালোই হবে। সানিকে আমি দেখেছি।

কবে বিয়ে?

ওরা তো রেডি।

তাহলে ডেট করে ফেলো।

দুয়েকদিনের মধ্যেই করে ফেলবো।

আমাকে জানিও।

তোকে জানাবো না, বলিস কী?

মাকে জানিয়েছো?

আজ জানাবো।

ওকে।

তুই এক কাজ কর। চলে আয়।

কবে?

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

হ্যাঁ। তাই করবো। তাহলে এককাজে আমার দুইকাজ হবে।

কী রকম?

ভাতিজির বিয়েও খাওয়া হলো...

রাজু হাসল। মার কাছ থেকে যা আদায় করার, আদায় করা হলো।

রোজিও হাসল। তুমি খুবই সার্থলোক ভাইয়া। ঠিক বুঝে গেছো।

বুঝবো না। ওকে, ওকে চলে আয় তুই। রাখি।

ওকে ভাইয়া। বাই।

বাই।

রোজির ফোন রেখেই বাইরে বেরুবার পোশাক পরতে লাগল রাজু। রেখা এসে এই রুমে ঢুকল। স্বামীকে বাইরে বেরুবার পোশাক পরতে দেখে অবাক হলো! তুমি আবার কোথায় চললে?

রাজু বলল, মার সঙ্গে দেখা করতে যাবো।

রোজি নাক সিটকালো। ওল্ড টাউন?

হ্যাঁ।

ছিঃ।

কেন যাচ্ছি বুঝতে পেরেছো?

নিশ্চয় কোনও মতলবে?

রাজু হাসল। তাতো বটেই।

কী মতলব?

বুঝতে পারোনি?

না।

ভালো একটা মতলব আছে।

বুঝিয়ে বলো।

অনুমান করো তো?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেল রেখা। বলল, মন্টির বিয়ের ব্যাপারে?

রাইট। তুমিও চলো।

রেখা চিন্তিত হলো। যাবো?

চলো না।

গিয়ে লাভ হবে?

AMARBOI.COM

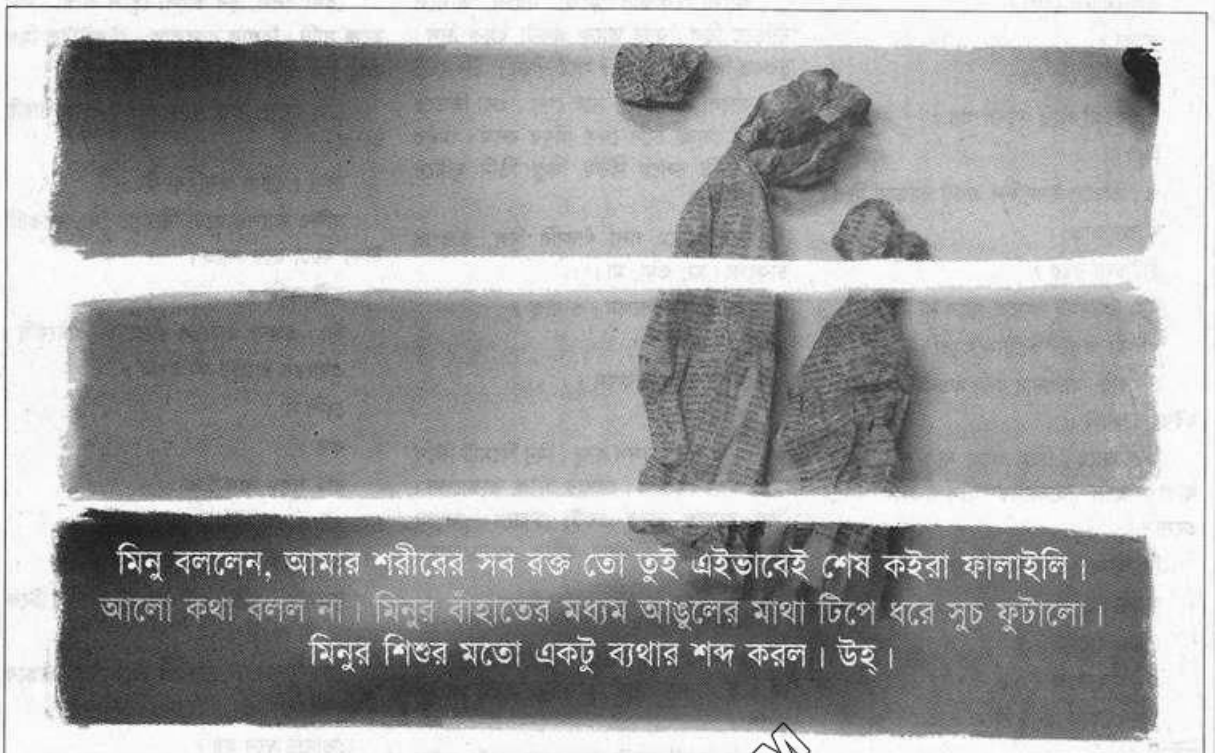

মিনু বললেন, আমার শরীরের সব রক্ত তো তুই এইভাবেই শেষ কইরা ফালাইলি। আলো কথা বলল না। মিনুর বাঁহাতের মধ্যম আঙুলের মাথা টিপে ধরে সুচ ফুটালো। মিনুর শিশুর মতো একটু ব্যথার শব্দ করল। উহ্।

অবশ্যই হবে। দুজনে মিলে কাজটা এগিয়ে আসি।

আচ্ছা ঠিক আছে।

তোমার রেডি হতে কতক্ষণ লাগবে ?

দশমিনিট।

ওকে। রেডি হও।

মিনিট পনেরোর মধ্যে ওরা দুজন বেরুলো।

৫

মিনুর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ডায়াবেটিস চেক করার যন্ত্রটা বের করল আলো।

মিনুর চোখে চশমা। তিনি বললেন, কী রে কী করবি ?

আপা বলল, ঢং কইরো না।

কিসের ঢং ?

বোঝো নাই কী করুম ?

বুঝছি।

তয় ?

দুয়েকদিন পর পরই ডায়াবেটিস মাপার দরকার কী ?

দেখতে হইব না তোমার ডায়াবেটিসের অবস্থা কী ?

ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে আছে।

চুপ করলা। যখনই ডায়াবেটিস মাপতে চাই তখনই তুমি এই কথা বলো।

আরে না, সবসময় বলি না।

সবসময়ই বলো। এইটাও তোমার একপদের কিপটামি।

কেমন ?

একটা টেস্ট স্ট্রিপের খরচাও হিসাব করো তুমি।

সব রেডি করে মিনুর পাশে বসল আলো। দেখি, আঙুল আনো।

মিনু বাঁহাতটা এগিয়ে দিলেন। মাঝের আঙুলটা ধরল আলো।

মিনু বললেন, আমার শরীরের সব রক্ত তো তুই এইভাবেই শেষ কইরা ফালাইলি।

আলো কথা বলল না। মিনুর বাঁহাতের মধ্যম আঙুলের মাথা টিপে ধরে সুচ ফুটালো। মিনুর শিশুর মতো একটু ব্যথার শব্দ করল। উহ্।

চোখ পাকিয়ে মিনুর দিকে তাকালো আলো। বেশ একটা ধমক দিল। এই বুড়ি, এমন উ আ করতাছো ক্যান ? মইরা গেছো তুমি ?

মিনু কথা বলবার আগেই তার ডায়াবেটিসের পরিমাণ দেখে চিন্তিত হলো আলো। দেখছো অবস্থা ?

মিনু বললেন, কী হইছে ?

তোমার ডায়াবেটিস কতো, জানো ?

কতো ?

তেরো পয়েন্ট দুই।

ব্যাপারটা পাত্তা দিলেন না মিনু। খাওয়া দাওয়ার পর এইটা এমন বেশি কিছু না।

তোমার মাতাব্বরির দরকার নাই।

আমি আবার কী মাতাব্বরি করলাম ?

বেশি না কম এইটা তুমি বুঝবা না।

তয় কে বুঝবো ?

ডাক্তার সাহেবে বুঝবো।

সবকিছু গুছগাছ করে মিনুর মোবাইল থেকে ডাক্তার সামাদকে ফোন করল আলো। ওপাশে ফোন ধরলেন সামাদ সাহেব। হ্যালো।

আলো খুবই বিনীত ভঙ্গিতে তাঁকে সালাম দিল। স্লামালেকুম ডাক্তার সাহেব।

ওয়ালাইকুম সালাম।

আমি আলো।

বুঝেছি। তোমার গলা আমার চেনা। নাম্বারও চেনা। বলো কী খবর ?

খবর ভালোই।

আন্টি কেমন আছেন ?

AMARBOI.COM

ডায়াবেটিস বেশি।

কতো ?

তেরো পয়েন্ট দুই।

খাওয়া দাওয়ার দুঘণ্টা পর ?

জ্বি।

ও। তাহলে ইনসুলিন একটু বাড়িয়ে দিও।

আচ্ছা আচ্ছা।

হাঁটাচলা করে ?

না। একদমই করতে পারে না।

খাওয়া দাওয়া কন্ট্রোল করো।

তা করি। আপনার কথা মতনই, চার্ট ধইরা ধইরা খাওয়াই।

ঠিক আছে। চিন্তা করো না। শরীর বেশি খারাপ হলে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে এসো।

জ্বি আচ্ছা। রাখি তাহলে ?

আচ্ছা।

খোদা হাফেজ।

খোদা হাফেজ।

ফোন রেখে মিনুর দিকে তাকালো আলো। শুনছো ?

মিনু হাসলেন। শুনলাম তো ?

কী বুঝলা ?

যা বোঝার তাই বুঝেছি।

কী সেইটা ?

আরে এত কথা বলিস না। ডাক্তাররা এমন কথাই বলে। আর আমার এখন এতটা বয়স, এই বয়সে এমনই হবে। যা, রান্নাবান্না বসা গিয়া। আমি একটু টিভি দেখি।

রিমোট টিপে টিভি অন করলেন মিনু।

এগারোটার দিকে কলিংবেল বাজলো।

আলো ছিল রান্নাঘরে। সে একটু অবাক হলো! এই টাইমে আবার কে আসলো ?

আবার কলিংবেল বাজলো। এবার পর পর দুবার। আলো প্রায় দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলল। রাজু আর রেখা দাঁড়িয়ে আছে। এদেরকে আলো খুবই ভয় পায়। দেখেই বুকটা ধক করে উঠল তার!

রাজু মহাবিরক্ত। কঠিন গলায় বলল, এত দেরি করলি কেন দরজা খুলতে ?

আলো ভয়ার্ত, কাঁচুমাচু গলায় বলল, কিচেনে আছিলাম।

এবার কথা বলল রেখা। সে রাজুর আরও এক ডিগ্রি ওপর দিয়ে গেল। কিচেন থেকে এখানে আসতে কতক্ষণ লাগে ?

আলো বোকার মতো দরজা আগলে দাঁড়িয়ে ছিল। রাজু তাকে একটা ধমক দিল। ঢুকতে দিবি না, নাকি ? সরে দাঁড়া।

আলো সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল। ওরা ভিতরে ঢুকল। সোজা চলে গেল মিনুর রুমে। মিনুর রুমে টিভি চলছে ঠিকই কিন্তু তিনি ঘুমিয়ে গেছেন।

রাজু প্রথমে গলা খাঁকারি দিল, তারপর ডাকলো। মা, ওমা, মা।

মিনু চোখ খুললেন। ও রাজু ?

হ্যাঁ।

তোরা আসলি কখন ?

এইমাত্র।

মিনুর পাশে বসল রাজু। মিনু রিমোট টিপে টিভি অফ করলেন। রেখার দিকে তাকালেন। রেখা বসেছে দূরের একটা চেয়ারে। সেখান থেকেই বলল, আপনার শরীর এখন কেমন আম্মা ?

আছি ভালোই।

তারপর রাজুর দিকে তাকালেন মিনু। কী রে রাজু, ফোন টোন না কইরা হঠাৎ আইসা উঠলি ?

রাজু কপট একটা ভাব ধরল। এটা কেমন কথা বললে মা ?

খারাপ বললাম নাকি ?

খারাপই তো বললে।

কেমন ?

তোমাকে দেখতে ফোন করে আসতে হবে ?

রেখা বলল, আম্মা আমাদেরকে আপন ভাবেনই না।

মিনু হাসলেন। কী যে কও ? আপন ছেলেরে আপন না ভাইবা উপায় আছে ?

আবার রাজুর দিকে তাকালেন মিনু। বল।

কী বলবো ?

কী মনে কইরা আসলি ?

একটা কারণ আছে মা।

সেইটা আমি বুঝছি। বল।

মন্টির একটা বিয়ে ঠিক হয়েছে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ হঠাৎ করেই ঠিক হলো।

মিনু বেশ একটা ঠাট্টার হাসি হাসলেন। এবার আবার মন্টির মনটি কে কাড়লো ?

রেখা বলল, খুব ভালো ছেলে আম্মা। নাম হচ্ছে সানি। বিশাল বড়লোক। টেক্সটাইল মিল আর চার পাঁচটা গার্মেন্টেসের মালিক।

রাজু বলল, কিন্তু আমি আর কুলাতে পারছি না মা।

কেন ? তোর অসুবিধা কী ?

মন্টির আগের দুটো বিয়েতে দেড় দুকোটি টাকা খরচা হয়ে গেছে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। এজন্য এবারের বাজেটটা কমিয়েছি।

এবারের বাজেট কী রকম ?

বেশি না।

কত ?

ষাট সত্তুর লাখ টাকা।

এটাও কম টাকা না।

আমার স্টেটাস অনুযায়ী...

বুঝলাম। মন্টির এই বিয়াও যদি না টিকে তাহলে কী করবি ?

রেখা বলল, না না এই বিয়ে আর ভাঙবে না আম্মা।

তোমার মনে হয় ?

জ্বি। এটাই মন্টির শেষ বিয়ে।

তাহলে তো ভালোই।

রাজু বলল, কিন্তু মা...

বল।

মন্টির এবারের বিয়ের খরচাটা তোমাকে দিতে হবে।

কী ?

হ্যাঁ। আমি জানি তোমার অ্যাকাউন্টে হিউজ টাকা।

কে বলল তোকে ?

বললাম না, আমি জানি। ষাট সত্তুর লাখ টাকা তোমার জন্য কোনও ব্যাপারই না।

মিনু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। কস কী তুই ? ষাইট সত্তুর লাখ টাকা কোনও ব্যাপারই না!

রাজু হাসল। হ্যাঁ মা। তোমার জন্য কোনও ব্যাপার না।

ট্রেতে করে চা বিসকুট নিয়ে ঢুকল আলো।

মুখে ভয়ার্তভাব, আচরণে আড়ষ্টতা। কোনও কথা না বলে নিঃশব্দে চায়ের ট্রে সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রাখতে যাবে, রেখা খুবই রুক্ষভঙ্গিতে তার দিকে তাকালো। এসব নিয়ে যাও। আমরা ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছি।

আলো মিনুর দিকে তাকালো।

AMARBOI.COM

মিনু বললেন, ওদেরকে জিজ্ঞাসা করে চা বানানো উচিত ছিল। তুই কি ভুইলা গেছস ওরা এই বাড়িতে কিছু মুখে দিতে চায় না।

রাজু বলল, না না ঠিক আছে। আমি চা খাচ্ছি।

আলোর দিকে তাকালো সে। উগ্র এবং বিরক্ত ভঙ্গিতে বলল, এই ট্রেটা তুই নামিয়ে রেখে যা।

আলো কোনও রকমে সেন্টার টেবিলে চায়ের ট্রে নামিয়ে রেখে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

মিনু ছেলের দিকে তাকালেন। চা খা রাজু।

খাচ্ছি মা, খাচ্ছি। তাড়া দিচ্ছো কেন?

কারণ আছে।

কী কারণ?

আমার কথা শোনার পর মনে হয় চা খেতে ইচ্ছা করবে না।

মানে?

আগে চা-টা খাইয়া নে। তারপর বলি।

রাজু চমকালো। তুমি কি নেগেটিভ কিছু বলবে নাকি?

চা খা।

শোনো মা, নেগেটিভ কিছু বলা ঠিক হবে না।

কেন?

তোমার এতটাকা। ছেলের ঘরে একটাই নাতনি।

মিনু একটু গম্ভীর হলেন। দেখ রাজু, তোর বাবা মারা যাওয়ার পর জায়গা সম্পত্তি প্রায় সব তোকে আর রোজিকে আমি ভাগ করে দিয়েছি।

তা দিয়েছো।

আগে আমার কথা শোন।

বলো।

গুলশানে তোর ছয়তালা বাড়ি।

হ্যাঁ।

গাজীপুরের সাতাশ আঠাশ বিঘা জমিতে এগ্রিকালচারাল ফার্ম করছিস।

তা করেছি।

ওই জমিও আমি তোরে দিছি।

রেখা মাঝখান থেকে বলল, কিন্তু বিজনেস এখন ভালো যাচ্ছে না আম্মা।

মিনু গম্ভীর গলায় বললেন, আমার কথা শেষ করতে দেও।

জ্বি বলুন, বলুন।

কিন্তু রাজু ততোক্ষণে রুক্ষভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়েছে। শেষ করার দরকার নাই।

মিনু বললেন, ক্যান?

বড় মুখ করে তোমার কাছে আসছিলাম...

কথা শোন।

কথা শোনার কিছু নাই।

ক্যান?

তুমি আমাকে খুবই অপমান করলে।

না না এইটা কোনও অপমান না।

আমি বুঝেছি। তবে আমিও দেখবো মা, তোমার এইসব টাকা পয়সা কে খায়?

হাতে চায়ের কাপ ছিল রাজুর, কাপটা ছুড়ে মেঝেতে ফেলে দিয়ে রেখার দিকে তাকালো। চলো রেখা।

রেখাও ততোক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। বেরিয়ে যাওয়ার সময় মিনুর দিকে তাকিয়ে মুখ ঝামটা দিল সে।

ওরা চলে যাওয়ার পরই এই রুমে এসে ঢুকল আলো। মেঝেতে ভাঙা চায়ের কাপ আর চা ছড়িয়ে থাকতে দেখে দৌড়ে গিয়ে একটা ন্যাকরা আনলো। মুহূর্তে পরিষ্কার করে ফেলল মেঝে। তারপর মিনুর দিকে তাকালো।

এই কিপটা বুড়ি।

বল।

ভাইজানরে তুমি ক্যান এইভাবে বিদায় কইরা দিলা?

তয় কী করুম?

তার মাইয়ার বিয়ার টাকাটা দিলা না ক্যান?

ওর মাইয়ার বারবার বিয়া হইব আর বারবারই আমি টাকা দিমু নাকি?

আল্লো অবাক হলো! আগের দুই বিয়াতেও তুমি টাকা দিছো নাকি?

দিছি না?

কও কী?

হ।

কত দিছো?

দুইবারে চল্লিশ পঞ্চাশ লাখের কম দেই নাই।

তাই নাকি?

তয় কী?

তয় যে ভাইজানে বসল আগের দুইবারের সব খরচা সে করছে?

মিছাকথা।

তারপরই মিনু কেমন কঠিন হয়ে গেলেন। আমি বাঁইচা আছি না মইরা গেছি সেই খবর নাই, টাকার দরকার হইলে মা মা কইরা ছুইটা আসে। মন্টির বিয়া উপলক্ষে আরেক যন্ত্রণাও আসতাছে।

কে?

আর কে?

তোমার মাইয়া?

হ।

মাইয়ারে যন্ত্রণা কইতাছো?

কমু না? ওইটা খালি যন্ত্রণ না, বিয়াট যন্ত্রণা।

আলো বুঝল মিনু রেগেছেন এবং তাঁর মনটাও খারাপ। অবস্থাটা বদলাবার চেষ্টা করল সে। মিনুর বুকের কাছে বসল। তাঁর মাথায় হাত বুলাতে লাগল। আইচ্ছা বাদ দাও এইসব। এইসব লইয়া আর চিন্তা ভাবনা কইরো না।

তয় কী লইয়া চিন্তা ভাবনা করুম?

কিছু লইয়াই চিন্তা করনের কাম নাই। আসো গল্প করি।

কী গল্প?

অনেকদিন ধইরা আমার একটা কথা জানতে ইচ্ছা করে।

কী কথা?

তোমার বাড়ির নামটা?

বাড়ির নামের কী হইছে?

না কিছু হয় নাই।

তয়?

বাড়ির এই নামটা কে রাখছিল? পরিস্থান?

ক্যান? নামটা খারাপ?

আরে না। সুন্দর নাম। পরিস্থান।

আমিই রাখছিলাম।

কী মনে কইরা রাখছিলা?

মিনু একটু স্মৃতিকাতর হলেন। ছোটবেলায় পরি আর পরিস্থানের গল্প শুনতাম। পরিরা হয় সুন্দর, পবিত্র। আর তারা যেখানে থাকে, যেটা তাদের দেশ বাড়ি, সেই জায়গাটারে বলে পরিস্থান।

অর্থাৎ পরিদের স্থান।

ঠিক।

তয় তুমি তোমার বাড়িটারে ওই রকম পরিস্থান বানাইতে চাইছো। যেখানে পরির মতন সুন্দর সুন্দর মানুষ থাকবে।

আর বাড়িটা হবে খুব সুন্দর। অর্থাৎ বাড়ির পরিবেশ হবে শান্ত স্নিগ্ধ, শান্তিময়।

AMARBOI.COM

বুঝলাম। তয় তোমার বাড়ি শান্তিময়ই।

আরে না। মাঝে মাঝে অশান্তিতে ভইরা যায়। যেমন আজ।

তোমার ছেলে আর ছেলের বউ আইসা অশান্তি করল?

তাতো করলোই।

তয় বাকি সময়টা তুমি আর আমি শান্তিতেই থাকি।

হ দুইজনে ঝগড়াঝাটি করি, হাসিমজা করি। দিন কাটে ভালোই।

ঘোড়ার ডিম ভালো কাটে। আমি তোমারে কত জ্বালাই।

আরে না। তোর কথাবার্তা, আদর শাসন সবই আমার ভালো লাগে। তুই যখন আমার লগে কথাবার্তা কহ, ধমক দেছ আমারে, রাইতে উইঠা আমার গায়ে কাঁথা দিয়া দেছ তখন বাড়িটা আমার পবিস্থান হইয়া যায়।

একটু থামলেন মিনু। তয় পরিস্থানে আরেক অশান্তি আসতাছে।

কে?

আর কে, আমার মাইয়া।

কবে আসবো?

মন্টির তিননম্বর বিয়া হইতাছে, দুই চাইরদিনের মধ্যেই আইসা পড়বো।

আসুক।

তুই তো কইলি আসুক, আইসাই তো কিছু না কিছু চাইবো।

চাইলে দিয়া দিবা। তোমার টাকা পয়সা আছে, মাইয়ায় চাইলে দিবা না?

মিনু কথা বললেন না।

আলো বলল, এই বুড়ি, তোমার নাতনিটা একটার পর একটা খালি বিয়া করে ক্যান? তার অসুবিধা কী?

সেইটা তো আর আমি জানি না। তয় এইটা জানি, এই তিননম্বর বিয়াটাও ওর টিকবো না।

হায় হায় এইটা কী কও?

হ। আমি কইলাম তুই দেখিস।

না না তুমি আল্লার কাছে দোয়া করো, এই বিয়াটা যেন তার টিকে।

টিকবে না, ওর স্বভাবের জন্যই টিকবে না।

তারপরও তুমি আল্লার কাছে দোয়া করো।

আইচ্ছা যা, করুম।

আর কিছু টেকা পয়সাও নাতনিরে দিও।

মিনু কঠিন গলায় বলল, না, সেইটা দিমু না। এক পয়সাও রাজুরে ওর বউ মাইয়ারে আমি আর দিমু না।

তয় তুমি এত টাকা ব্যাংকে জমাইয়া রাইখা কী করবা?

মিনু হাসলেন। সেইটা তোরে আমি কমু না।

৬

মন্টির বিয়ের বারোদিন আগে রোজি এলো আমেরিকা থেকে।

এসে রাজুর ফ্ল্যাটে উঠল। আগেই রাজুকে টাইমটা জানিয়ে রেখেছিল। রাজু গাড়ি পাঠিয়েছিল এয়ারপোর্টে। রোজির এসে পৌছাতে পৌছাতে রাত দশটার মতো বাজলো।

রোজি এসে পৌছাবার পরই ডাইনিংটেবিলে রাতের খাবার সাজিয়ে দিল বুয়ারা। চারজন একসঙ্গে খেতে বসল। অন্যকোনও কথা না তুলে রাজু সরাসরি বোনকে বলল, বুঝলি রোজি, মা আমাকে খুবই অপমান করেছে?

রোজি যেন আকাশ থেকে পড়ল, অপমান করেছে?

হ্যাঁ।

বলো কী?

তোর সঙ্গে কি আমি মিথ্যাকথা বলছি।

আরে না না, তা কেন বলবে। কিন্তু কেন অপমান করল?

বলছি, তার আগে বলি, রেখার সামনে খুবই লজ্জা পেয়েছি আমি।

পাবারই কথা।

মন্টি তাকিয়ে তাকিয়ে রোজিকে দেখছিল।

রোজির পরনে কমলা টিলেঢালা রংয়ের ট্রাউজার আর সাদা লম্বা ধরনের একটা টিশার্ট। মাথায় টাক পড়ে গেছে। কিন্তু এমন একটা উইগ ব্যবহার করে, বোঝাই যায় না এটা উইগ। মনে হয় আসল চুল। এমন কি ঘুমাবার সময়ও উইগ খোলে না। দীর্ঘদিন আমেরিকায় থাকার ফলে চেহারায় একটা লালচে ভাব আছে। আর মাঝারি মাপের মোটা। দেখতে ভালোই লাগে। অন্তত মন্টি এই ধরনের মানুষ পছন্দ করে।

মন্টি আচমকা বলল, ফুপি, তোমাকে সুইট লাগছে।

রোজি বলল, থ্যাংকস।

তারপর ভাইয়ের দিকে তাকালো। বলো ভাইয়া?

মন্টি বলল, বুঝলে ফুপি, তোমার মা, বুড়িটা মাইজার, মাইজার।

তারপর রাজুর দিকে তাকালো। ড্যাড।

রাজু বলল, বলো মা?

মাইজারের বাংলা কী?

কিপটা কিপটা।

ইয়েস কিপটা।

রোজি বলল, ভাইয়া, নিশ্চয় তুমি মার কাছে টাকা চেয়েছিলে?

রেখা বলল, হ্যাঁ।

কতো?

তেমন বেশি না। ষাট সত্তর লাখ।

মা কী বলল?

সরাসরি না করে দিল।

রোজি ভাত মুখে তুলতে গিয়ে থেমে গেল! না করে দিল?

হ্যাঁ। স্ট্রেট নো।

কিন্তু মার এইসব টাকা পয়সা কে খাবে?

রাজু মুখের ভাত গিলে বলল, ওই যে পালিত দুইটা আছে।

সব জেনেও প্রশ্নটা করল রোজি। কী যেন নাম ওই দুইটার?

রবি আর আলো।

রেখা বলল, উকিল আর ওই চাকরানিটা।

রোজি ভাত গিলে একঢোক পানি খেল। এত সোজা না।

রাজু বলল, কী সোজা না?

মার টাকা পয়সা চাকর বাকররা পাবে, এটা হবে না।

কী করে ঠেকাবি?

আমি এবার বেশ কিছুদিন থাকবো।

তো?

দেখো না কীভাবে কী করি!

পরদিন সকালবেলাই মিনুর ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হলো রোজি। মায়ের রুমে ঢুকে আহ্লাদে ডগোমগো হয়ে বলল, কেমন আছো মা?

এতদিন পর মেয়েকে দেখছেন কিন্তু মিনুর কোনও ভাবান্তর হলো না। নির্বিকার গলায় বললেন, ও ভাতিজির তিননম্বর বিয়া খাইতে আইসা পড়ছস?

AMARBOI.COM

এই রুমের দিকে হেঁটে আসছিল আলো। ভিতরে মা মেয়ের কথা শুনে রুমে ঢুকল না। বাইরে এমন একটা জায়গায় দাঁড়াল, রুমের ভিতর থেকে কেউ তাকে দেখতে পাবে না, তবে সে মা মেয়ে দুজনার কথাই শুনতে পাবে।

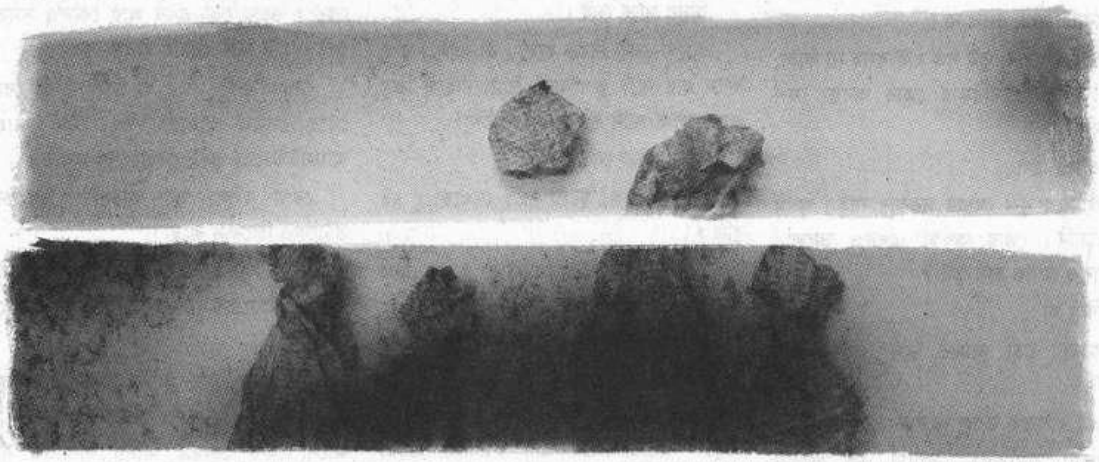

রোজি মায়ের পাশে বসল। তিন চারটা বিয়া আজকাল কোনও ব্যাপার না মা। নো ম্যাটার।

তাই নাকি ?

ও ইয়েস।

তোর ছেলেমেয়েদের খবর কী ?

আমার ছেলেমেয়ে দুইটা মাত্র ম্যাচিউর হচ্ছে। আমি ওদেরকে সাফ বলে দিয়েছি, যার যে কয়টা ইচ্ছা বিয়া করবি।

তাই নাকি ?

ও ইয়েস। একটাকে ছেড়ে আরেকটাকে বিয়া করবে। নো প্রোবলেম।

একটা করবে, একটা ছাড়বে।

ও ইয়েস।

খুবই ভালো বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের দিছস।

আজকালকার দিন এরকমই।

মিনু ভিতরে ভিতরে মহা বিরক্ত হয়েছেন। মেয়েকে বুঝতে না দিয়ে বললেন, তোর সংসার ঠিক আছে তো ?

রোজি হাসল। এখনও ঠিক আছে।

ভালো।

তবে তুমি হেল্প না করলে ঠিক থাকবে না।

কী হইছে ?

এই রুমের দিকে হেঁটে আসছিল আলো। ভিতরে মা মেয়ের কথা শুনে রুমে ঢুকল না। বাইরে এমন একটা জায়গায় দাঁড়াল, রুমের ভিতর থেকে কেউ তাকে দেখতে পাবে না, তবে সে মা মেয়ে দুজনার কথাই শুনতে পাবে।

রোজি বলল, তুমি তো সবই জানো।

না সব জানি না, তুই বল ?

ফ্লোরিডাতে আমাদের সাতটা গ্রোসারিশপ ছিল।

এটা জানি।

তিনটা বিক্রি করে ফেলেছি।

কেন ?

ভালো চলছিল না।

তাহলে এখন তোদের দোকান আছে চারটা।

হ্যাঁ।

সেগুলির অবস্থা কী ?

ভালো না মা, ভালো না। একদম ভালো না।

মানে কী ? দোকান চলছে না ?

চলছে, তবে ভালো চলছে না।

আর কী সমস্যা ?

ওয়েস্ট পামবিচে এতবড় বাড়ি আমাদের, সেটাও ঠিক মতো ম্যানটেইন করতে পারছি না।

কেন বাড়ির অসুবিধা কী ?

এখনও বহুটাকা লোন। মাসে মাসে অনেক টাকা দিতে হয়।

মিনু উদাস হলেন। বুঝলাম।

রোজি বলল, মা, তুমি একটা কাজ করো...

এই বাড়িতে দশটা ফ্ল্যাট। আমি যেটায় থাকি সেটা রেখে বাকি নয়টা বিক্রি করে...

রোজি আনন্দে একেবারে ফেটে পড়ল। রাইট রাইট।

তারপর ?

ভাইয়াকে কিছু না দিলেও চলবে...

শুধু তোকে দিলেই হবে ?

রাইট রাইট। টাকাগুলো আমাকে দিয়ে দিলে। তোমার এসবের মালিক তো আমি আর ভাইয়াই।

মিনু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তোর বাবা জায়গা সম্পত্তি বাড়িঘর যা রেখে গেছিলেন, তুই সেইটা জানচ।

জানি জানি। তিনটা বাড়ি আর গাজীপুরে জমি, সাভারে জমি।

হ্যাঁ। তোরে দিছিলাম ধানমণ্ডির বাড়ি আর সাভারের তেরো বিঘা জমি।

AMARBOI.COM

ও ইয়েস।

তেরো বিঘা জমি তুই বিক্রি করছস...

ওই জমি দিয়ে কী করবো বলো ?

সেটা তোর ব্যাপার। তোর জমি তুই বিক্রি করবি না রেখে দিবি তোর ইচ্ছা।

কিন্তু ধানমণ্ডির বাড়ি তো রেখে দিয়েছি।

হ্যাঁ, অনেক টাকা ভাড়া পাছ সেই বাড়ির।

রোজি কথা বলল না।

মিনু বললেন, তুই যত যাই বলছ না ক্যান, আমি জানি আমেরিকায় তোর অবস্থা বেশ ভালো।

ভালো ছিল...

আমারে বুঝ দেয়ার দরকার নাই। আমি সব জানি। তোর অবস্থা এখনও ভালো। তারপরও আরও চাস তুই ?

কিন্তু মা...

আমার তো থাকার মধ্যে এই পুরানা বাড়িটা।

এই বাড়িরও ভ্যালু অনেক।

সেটা অন্যকথা। আমার এই পুরানা বাড়িটার উপরও তোদের দুই ভাইবইনের এত লোভ!

রোজি বিরক্ত হলো। লোভ বলছো কেন মা ?

তয় কী বলুম ?

এটা আমাদের প্রাপ্য।

না। তোদের প্রাপ্য না। এই বাড়ি আমার নামে। তোদের যা প্রাপ্য ছিল তা তোদেরকে আমি দিয়ে দিছি।

রোজি মুখ গোমড়া করে বসে রইল।

মিনু গম্ভীর গলায় বললেন, রোজি, আমি তোরে আর একটা পয়সাও দিমু না।

একথা শুনে রাগে একেবারে লাফিয়ে উঠল রোজি। এই বাড়ি কি তুমি কবরে নিয়া যাইবা ?

মিনু আগের চেয়েও কঠিন হলেন। কী করুম না করুম সেইটা আমার ব্যাপার।

বাইরে দাঁড়ানো আলো যেমন নিঃশব্দে এতক্ষণ এখানে ছিল ঠিক সেরকম নিঃশব্দেই কিচেনের দিকে চলে গেল।

৭

মন্টির বিয়ের পাঁচদিন আগে মিনু মারা গেলেন।

সকালবেলা ট্রেতে করে তাঁর নাশতা নিয়ে এসেছে আলো। বিছানার পাশে রাখা টিপয়ের ওপর ট্রে নামিয়ে মিনুকে ডাকলো। এই বুড়ি, ওঠো ওঠো। আইজ এত বেলা পর্যন্ত ঘুমাইতাছো, ঘটনা কী ?

মিনুর মাথাটা একদিকে কাত হয়ে আছে। গলা পর্যন্ত কাঁথা। চোখ দুটো বন্ধ।

তার দিকে তাকিয়ে আলো বলল, নাশতার টাইম হইয়া গেছে। ওঠো, ওঠো।

মিনুর সাড়া নেই।

আলো একটু বিরক্ত হলো। কী হইল ? কথা কানে যায় না ? তাড়াতাড়ি ওঠো নাইলে কিন্তু এক গেলাস পানি শরীরে ঢাইলা দিমু!

মিনুর সাড়া নেই।

আলো বলল, উঠলা না ? দেখছো ? এই বুড়ি ?

মিনুর ডানবাহুর দিকটায় ধাক্কা দিল আলো। এই বুড়ি...

আলোর ওই সামান্য ধাক্কায় মিনুর কাৎ হওয়া মাথা বালিশ থেকে গড়িয়ে পড়ল। দেখে প্রথমে একটু হতভম্ব হলো আলো, তারপর মিনুকে জড়িয়ে ধরে প্রাণ ফাটানো একটা চিৎকার দিল। আল্লাহগো, আল্লাহ এইটা কী হইল আল্লাহ! এইটা কখন হইল! হায় হায় সর্বনাশ হইয়া গেছে তো! সর্বনাশ হইয়া গেছে!

আলোর চিৎকার চেচামেচিতে বাড়ির বিভিন্ন ফ্ল্যাট থেকে লোকজন ছুটে এলো। আলো চিৎকার কান্নাকাটি করতে করতেই মিনুর মোবাইল থেকে ফোন করতে লাগল সবাইকে। প্রথমেই ফোন করল রবিকে।

রবি এলো আধাঘণ্টার মধ্যে। তারপর একত্রে এলো রাজু রোজি রেখা মন্টি। আরও দুচারজন আত্মীয়স্বজন। ফ্ল্যাট ভর্তি লোকজন। রাজু রোজি রেখা মন্টি সবাই নির্বিকার। আত্মীয়স্বজনরা আহা উহু করছে কেউ কেউ। রবি একটা সোফায় বসে চোখ মুছছে আর আলো মিনুর বিছানার পাশে মেঝেতে বসে মিনুর একটা হাত ধরে রেখেছে। শিশুর মতো হাউমাউ করে কাঁদছে।

টিপয়ের ওপর আগরবাতি জ্বলছে। একজন অল্প বয়সি হুজুর ঘরের এককোণে বসে কোরান তেলাওয়াত করছেন।

এই অবস্থায় আলোকে একটা ধমক দিলেন রাজু। এই এখানে বসে ফ্যাচ ফ্যাচ করে কাঁদবি না। যা ভাগ।

রাজুর ধমক খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে কিচেনের দিকে চলে গেল আলো।

রাজু তারপর রবির দিকে তাকালো। রুক্ষগলায় বলল, তুই এত কান্নাকাটি করছিস কেন ? তোর তো এখন আর কোনও সমস্যা নেই। মাটি টাটি দেয়ার ব্যবস্থা কর।

রোজি বলল, আর মা কোথায় কী রেখে গেছে সেসব আমাকে বল। মার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তো তুইই দেখাশোনা করতি।

রেখা বলল, ওই আলোও দেখতো। ওটাকেও জিজ্ঞেস করো।

মন্টি ঠোঁট উল্টে বলল, গ্র্যান্ডমাটা হরবল ছিল। সারভেন্টসদের হাতে সব ছেড়ে দিয়েছিল।

রবি চোখ মুছে মন্টির দিকে তাকালো। কঠিনগলায় বলল, এক্সকিউজ মি। আমি বা আলো কেউ তোমার দাদির সারভেন্ট না। আমরা তাঁর পালক ছেলেমেয়ে।

শুনে রাজু ধমকে উঠল। রাখ তোর পালক ছেলেমেয়ে। পালকপুত্র পুত্র নহে।

রবির সঙ্গে তার ব্যাগটা ছিল। সে ব্যাগ খুলতে খুলতে বলল, পুত্র নহে কিনা দেখুন।

ব্যাগ থেকে কোর্টের কাগজপত্র বের করল রবি। এই যে রেজিস্ট্রি করা উইল। এটা পড়ে দেখুন।

রোজি যেন আকাশ থেকে পড়ল। কী ? মা উইল করে গেছে ? ভাইয়া, পড়ো তো ?

রাজু কাগজটা নিল। পড়ে হতভম্ব হয়ে গেল। সর্বনাশ! মা এটা কী করে গেছে ? এই ফ্ল্যাট দিয়ে গেছে আলো আর রবিকে। ওরা দুজন বিয়ে করবে, এই ফ্ল্যাটে থাকবে। বাকি ফ্ল্যাটগুলোর ভাড়ার টাকায় যে ক'জন সম্ভব এতিম ছেলেমেয়েকে প্রতিপালনের দায়িত্ব দিয়ে গেছে রবি আর আলোকে। ব্যাংকে যে টাকা আছে সেই টাকার ইন্টারেস্টেডে খরচ চালানো যাবে এতিমদের।

শুনে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

কিচেন থেকে ভেসে আসছিল আলোর কান্না। ■

AMARBOI.COM